উচ্ছ্বাস।

(১ম খণ্ড)

শ্রীশচীভূষণ মিত্র, প্রণীত।

হাওড়া, ৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস"
হইতে শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীশচীভূষণ মিত্র

স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

উদ্দেশে

মদীয় "উচ্ছ্বাস"

যথোচিত ভক্তি সহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল।

জগরামপুর।
পোঃ আঃ মাজু।
হাওড়া।
সন ১৩২৮, শ্রাবণ।

প্রণত সেবক—
শ্রীশচীভূষণ মিত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
"কর্ম্মযোগ প্রেস", ৪নং তেলকলঘাট রোড,
হাওড়া।

সূচীপত্র

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১২	৭	লিখিল	নিখিল
৩৮	৪	বয়	রব
৩৮	১৫	হাসিত	হসিত
৪৭	৬	প্রীয়তমা	প্রিয়তমা
৫৫	২০	পরিচিত	পরিচিতা
৫৮	৪	তাহারে	তাঁহারে
৬০	১০	"ব্রহ্মাণ্ড"	"ব্রহ্ম"
৬১	৫	তাহারই	তাঁহারই
৬১	৬	তার'ই	তাঁর'ই
৬১	৭	তার'ই	তাঁর'ই
৬২	১৬	ধারায়	ধরায়
৬৩	৯	তার	তাঁর
৬৩	১৬	তার	তাঁর
৬৩	১৭	তেই	তেঁই
৬৩	১৭	করে নর নিরন্তর	পর পংক্তিতে হইবে।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬৮	১৪	আনি	খানি
৭৫	১৭	সুরতি	সুরভি
৭৮	২০	স্বরে	শ্বনে
৮৬	১১	কুহুকিনী	কুতূকিনী
৯৩	২	অবদীপ্তিময়ী	খরদীপ্তিময়ী
৯৫	১২	জলতি	জলধি
৯৫	১৩	সকল	মকর
৯৬	১৫	ভর	ভয়
১০০	৯	পশ্চিতে	পশ্চিমে
১৩৮	১২	নিয়ে	নিবে
১৫১	১৯	পবিত	পবিত্র
১৫৮	৮	হার	হায়
১৫৯	৪	রজণী	রজনী

উচ্ছ্বাস।

আলোক।

সংসারের মাঝে
ঘুরিয়া বেড়াই,
সদা মনে হয়
সংসারের যেন,
আমি কেহ নই।
খেতে হয় খাই,
শুতে হয় শুই
লোক মাঝে থাকি
দেঁতো হাসি হাসি
বিরলেতে বসি
আঁখি জলে ভাসি।
অশনে শয়নে

অথবা ভ্রমণে,
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে রই।
কি যেন আমার নাই,
সদা যেন হারাই হারাই,
কোথা যেন পলাই পলাই ;
উহুঃ—-দারুণ উত্তাপ
প্রচণ্ড প্রতপ্ত
বিদগ্ধ হৃদয়
কোথা সুশীতল ছায়া ?
কেমনে কাটাব
কামিনী-কাঞ্চন মায়া,
কোথা গেলে শান্তি পাই,
কোথা গেলে পরাণ জুড়াই।
ঘুরি ফিরি এ সংসারে,
নাহি হেরি অন্য কারে,
কোথা যাব
কারে বা জানাব,
প্রাণের মানুষ কোথা পাব ?
যারে প্রাণ দিয়েছিনু ঢেলে,
সে গেছে পলায়ে

যাদের লইয়া
রয়েছি ভুলিয়া,
নিত্য ত্যজি, অনিত্যে মজিয়া,
তারাও ত সব ছায়া
আকাশ কুসুম ; শুধু মায়া
সব মিথ্যা, মিথ্যা এ সংসার
কোথা সত্য সনাতন
নিত্য নিরঞ্জন,
রয়েছ হৃদয় নাথ
হৃদয়ে আমার
আলোক বিহনে,
নয়ন থাকিতে,
না পাই হেরিতে তোমা।
কবে যাবে খুলি
চোকের এ ঠুলি
পাব তব দরশন ;
হেরিব আলোকে,
তোমায় পুলকে,
পূরিবে মনের আশা ;
শেষে শান্তি-নিকেতনে

অমৃত সাগরে,
জুড়াব প্রাণের জ্বালা।
যথা সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম
জরা মৃত্যু, পাপ পুণ্য
সব যাবে ঘুচে,
মায়ায় অতীত সে সংসারে
আর নাহি ফিরিব এ ভবে ॥

প্রিয়তমা।

কে তুমি দেখা দাও
হৃদয় মাঝারে,
কাঁদাতে আমারে,
জীবনের প্রিয় সহচরী
ধ্রুব তারা তুমি,
বিরাম দায়িনী,
দিবস রজনী,
সম্পদে সোহাগিনী,
বিপদে বিষাদিনী
যতদিন ছিলে মর্ত্ত্যধামে
কে তুমি ?
অর্দ্ধ কায়া ছায়া রূপে
ঘুরিতে ফিরিতে সঙ্গে ;
সংসার-জলধি-
বীচি-বিক্ষোভিত
ছিলে যার স্থির কর্ণধার,

অন্তরের প্রবাহিনী
স্নিগ্ধ বারি
সুশীতল ছায়া,
হৃদয়-পাদপে
সুচারু লতিকা
ছিলে বিজড়িতা ;
মানস-সরসে
কমলিনী প্রস্ফুটিতা
ভাসিতে সতত
সুখ মেদুর মারুতে ধীরে।
পূর্ব্ব জন্ম সুকৃতির ফলে
পেয়েছিনু অমূল্য রতনে,
কাল পূর্ণ তব
পরিহরি প্রিয় পরিজন
প্রাণাধিক সুতসুতা-স্নেহ।
কাঁদাইয়া অভাগারে,
তীব্র সংসারের জ্বালা
উত্তাপ ভীষণ
কাটি মায়াপাশ
দারুণ বন্ধন

গেছ চলি অসময়ে
পুণ্য ধামে।
হেরি সেই সুনীল অম্বর
শ্যামল প্রান্তর,
সসাগরা বসুন্ধরা,
ধন ধান্য ফল ভরা,
তরুণ অরুণ ভাতি,
প্রেমময় পূর্ণ জ্যোতিঃ
সুধাকর সুধাকর
করে বরিষণ।
মৃদুল মধুর বায়,
দোলায় কুসুম কায়,
লজ্জাবতী লতিকায়
কথাটী না কয়ে,
ফুটে ফুল সৌরভে আকুল,
লুটে পরিমল
ছুটে সমীরণ
দেয় ঢেলে অকাতরে
অবনী মাঝারে
যাহে স্নিগ্ধ জগত জীবন

শুধু জ্বলে অভাগার মন।
সুখময় ঋতুরাজ
আঁখি বিমোহন সাজ
আসিয়া এ বিশ্বধামে
দিবে দেখা যথাকালে
জাগাবে কোকিল-বধু
ডাকিবেক কুহু কুহু,
ঢালিবে সুধার ধারা
শ্রবণ-বিবরে ;
লয়ে নিজ সহচর
মলয় পবন
বিহঙ্গম বিহঙ্গিনী
সঙ্গীত প্রবণ
সাজাইয়া তরুরাজে
নব কিশলয় দলে,
পল্লব নধরে,
ভূষিত করিয়া অঙ্গ
ফুল্ল ফুলচয়ে
জাগাবে উষায় ধীরে
সাদরে সন্ধ্যায় নিত্য

করিবেক উদ্বোধন ;
পুলক পরাণে সবে
উঠিবে মাতিয়া
জাগিয়া উঠিবে তায়
সমগ্র ভুবন,
অভাগা রহিবে শুধু
নিদ্রায় মগন।
কে তুমি ? কেন দেখা দাও
মায়ার জগতে,
ছায়ারূপে কোথায় মিশাও,
মনে করি ধরি তোমা
ধরিতে না পারি,
মনে করি ভুলে যাই,
ভুলিতে না পারি,
আবার পাবার নয়,
তবু কেন মনে হয়,
তবু কেন উষ্ণ অশ্রুজল
তবু কেন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
ফেলি নিরন্তর,
বুঝে নাক বিদগ্ধ অন্তর।

কে তুমি ? দেখা দাও
হৃদয় মাঝারে
কাঁদাতে আমারে
শুষ্ক মরুভূমি প্রাণ
তব যোগ্য নহে স্থান
ফুটে কি কখন
কম-কমলিনী তায় ?
তাই বলি ফিরে যাও
শান্তি নিকেতনে,
তাই বলি ফিরে যাও
নন্দন কাননে,
মন্দার কুসুমদাম
সুশোভিত সুখ ধাম
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ,
বহে অনুক্ষণ ;
প্রেমানন্দে রয় মগ্ন
যথা সুধীজন,
তব প্রিয় সহচরী সুরবালাগণ।
কিন্তু যদি হয়ে থাক
বিয়োগ-বিধুরা

প্রাণে যদি পাও ব্যথা,
দূর হতে দিও দেখা
এসনা এসনা নশ্বর সংসারে,
এ মিনতি করি তব কাছে।
পাপভরা ধরা,
নিত্য কদাচার
আধিপত্য করে অনিবার
অধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ
শুধু স্বার্থ, হিংসা দ্বেষ
নাহি মমতার লেশ
নিরাশ্রয় পাদপ-বিহীন
মরুভূমি ;—এ সংসার
দারুণ উত্তাপ
সব শূন্যময়
নিবিড় আঁধার
হেরি যেন অকুল পাথার।
মাগি ভিক্ষা,
অভাগারে লও তব পাশে
ঘুচে যাক্ হৃদয়ের জ্বালা
ঘুচে যাক্ এ ভব-যন্ত্রণা॥

সমীরণ।

কে তুমি ? ধাও অবিরাম
দাঁড়াও বারেক্
হৃদয়ের কথা,
হৃদয়ের ব্যথা
জানাব তোমায়।
কে তুমি হে ?
নিখিল ভুবনে ঘোর ফের
দিবস রজনী
কভু উঠ তুঙ্গশৃঙ্গে
কভু তরঙ্গিনী-বক্ষে
কর ক্রীড়া নানারঙ্গে
কভু উঠ সুনীল আকাশে
কভু নাব মর্ত্ত্যধামে
কভু তপ্ত মরুভূমে
কভু ধাও কুসুম কাননে
লুটি পরিমল

দাও ঢেলে জগত মাঝারে।
কভু পশ গহন বিপিনে,
শ্যামল প্রান্তরে
রূপসী উরসি কভু
লভহ বিশ্রাম,
খুলি তার মুখ আবরণ,
চুম সুধার অধরে।
কভু ভীম পরাক্রম
কাঁপাও জলধি বিশাল
বীচি-বিঘূর্ণীত
উপাড়িয়া ফেল দূরে
তরুবরে,
বিচূর্ণীত ভূধর-শিখর
শঙ্কিত অন্তর।
কভু প্রশান্ত প্রকৃতি,
মৃদুমন্দ গতি,
কোমল কুসুম কায়,
লজ্জাবতী লতিকায়,
দোলাইতে ভার বোধ হয়।
কিন্তু, যবে তুমি

হৃদয়ের অবসাদ
করিবারে দূর
লভহ বিরাম
মলয় অচলে,
কিম্বা ফুল্ল ফুল দলে
কৌমুদী বসনা
নিশা সহবাসে।
তোমার বিহনে
শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিদাঘার্ত্ত জীব—
ছাড়ে নিশ্বাস উত্তাপ,
দারুণ সন্তাপ
নিতান্ত অধীর।
এইরূপ হেরি নিত্য
লীলা তব, লীলাময়
নিরন্তর।
ওহে নিরাকার
নাহিক বিকার
সর্ব্বত্র তোমার গতি
ওহে সদাগতি
সুধাই তোমায়

একটী মিনতি
রাখিবে কি তুমি ?
ধরি তব পায়
রাখ অভাগায়
হৃদয়ের দুঃখ
হৃদয়ের তাপ
জানাই তোমায়।
ওহে যাবে কি তথায়
যথা মন্দাকিনী
ক্ষীর প্রবাহিণী—
কামদুঘা দুগ্ধধারা
করে সদা দান,
যথা ফুটে পারিজাত
লোচন লোভন
দেবেন্দ্রকামিনী-কণ্ঠে
সদা যার স্থান।
যথা গন্ধর্ব্ব কিন্নর
যক্ষ বিদ্যাধর
সপ্তর্ষি মণ্ডল
হইয়ে উন্মত্ত

গায় গুণ গান,
হরে মন প্রাণ,
সদা সুমধুর রোল
ঝরে সুধা,
হরে ক্ষুধা,
জরা, মৃত্যু নাহি পায় স্থান
শান্তির আধার
আনন্দ অপার।
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়
নাতি দীর্ঘা,
নাতি হ্রস্বা,
নাতি স্থূলা,
নাতি ক্ষীণা,
বিমুক্ত-কুন্তলা বামা,
বিনম্রবদনা,
কনক উজ্জ্বলা,
বিলাস-বর্জ্জিতা
সরল হৃদয়া
মরাল-গামিনী
মধুর-ভাষিণী

সুমধ্যমা—

সুন্দর সিন্দুর ভালে

লোহিত অম্বরা,

সুলোচনা, সুলক্ষণা,

বিগত-যৌবনা,

প্রিয়তমা প্রিয়া মোর।

দিও সমাচার

"ভাল আছি—"

বলোনা তাহারে,

নশ্বর সংসারে,

বিরহ অনলে,

পুড়িতেছি অনিবার

পাবে ব্যথা কোমল পরাণে।

দিও তারে, "প্রেম অশ্রু"

হৃদয়ের "স্মৃতি" টুকু

বলো তারে

আসিব আবার।

কিন্তু যদি গিয়া দেখ,

রজনীর সহচরী

নিদ্রা মায়াবিনী অঙ্কে

লভিতে বিরাম,
ভাঙ্গিওনা সুখ স্বপ্নতার
(কেননা) নিদ্রার আবেশে
যদি পেয়ে মোরে
হৃদয়ের তৃষা
আকুল পিয়াসা
মিটাবার তরে
বেঁধে থাকে
ভুজলতা পাশে
সুদৃঢ় বন্ধনে,
সে বন্ধন,
করোনা মোচন।
ক্ষণকাল লভিয়া বিশ্রাম
দেখা করো প্রিয়াসনে,
প্রিয় সম্ভাষণে
তুষিবে তোমায়
দিলে পরিচয়।
এস পুনঃ রেখো কথা
শুভবার্ত্তা লয়ে
মমালয়ে, এই নিবেদন।

চন্দ্র।

নভঃ নীল হ্রদে
রজত-ধবল,
বিকচ কমল,
বরণ উজ্জ্বল,
সুঠাম নধর,
পরম সুন্দর,
কে তুমি দেখা দাও
পরাণ জুড়াও ?
ওহে প্রেমে ঢল্ ঢল্,
অতি নিরমল
পূর্ণ শতদল
কে তুমি দেখা দাও
পরাণ জুড়াও !
ওহে রূপের সাগর
রসিক নাগর
প্রেমিক প্রবর,
নটবর, গুণধর

কে তুমি দেখা দাও
হৃদয় প্রাণ কাড়ি লও ?
মাতাও জগত
দাও ঢেলে সুধারাশি,
প্রেম লুটাও।
তব ওরূপ তুলনা
কি দিব বলনা
তোমার তুলনা তুমি
হেরে ওরূপ মাধুরী
যাই বলিহারি
বিমোহিত হয়ে থাকি।
ওহে বিকচ কমল
প্রেমে ঢল্‌ঢল্‌,
অতি সুবিমল,
কে তুমি দাও দেখা,
জুড়াও পরাণ,
মাতাও জগত।
কাঁদাও আমায় শুধু ?
ওহে গুণধর
রসিক নাগর

পার কি বলিতে
তোমায় নেহারি
কেন তবে পাই দুখ ?
হেরি রূপ রাশি
সুমধুর হাসি,
আঁখি জলে কেন ভাসি ?
হেরিলে তোমারে,
মনে পড়ে যারে,
হৃদয় বিদরে,
জানাব কাহারে ?
হৃদয়ের কথা
হৃদয়ে রহিবে
মরমের ব্যথা
মরমে মিশাবে
আবার গগণে
তুমি দেখা দিবে
আবার হেরিয়ে
অভাগা কাঁদিবে।
ওহে গুণনিধি !
কেন কাঁদি তোমা হেরে

কেন দুখ পাই—
কেন তাপ সই
কেন ভাসি আঁখি নীরে ?
তোমার মতন,
প্রেমিক যে জন,
তারে কি বুঝাব বল
আমার মতন,
তোমারও দশা,
হইবে প্রভাতে
মলিন বদন।
প্রিয়া ছাড়ি চলি
যাইবে যখন,
বুঝিবে তখন
আমার বেদন।
ওহে প্রেমের জলধি
এই ভিক্ষা মাগি
যেন তোমার মতন
প্রেমিক হ'য়ে
প্রেম সাগরে ডুবি,
পাই শেষে সেই

অরূপ রতন
রূপ সনাতন
ঘুচবে আনাগোনা
ঘুচবে ভব যন্ত্রণা ॥

স্মৃতি।

পূর্ব্ব স্মৃতি পড়ে মনে,
জাগে যবে হৃদে,
মাতৃ অঙ্ক পরিহরি
ধূলায় ধূসর কলেবর
খেলিতাম নানারঙ্গে
বাল্যসখা সনে
হরষিত মনে।
শারদ চন্দ্রমা সম
নিরমল বিকচ কমল
প্রফুল্ল বদন ;
জীবন প্রভাতে
হৃদয় আকাশে
সুখের তপন
বিষাদ জলদ জালে
না ঘেরিত কভু ;
নাহি জানিতাম
কলুষ কালিমা,

সংসারের মায়া,
দারুণ বন্ধন,
উত্তাপ ভীষণ।
জানিতাম ধরা শুধু
সুপবিত্র সুখধাম
শান্তির আধার
শোক তাপ বিবর্জ্জিত
জরা মৃত্যু ভয়।
ক্রমে যবে বিগত "শৈশব"
"বাল্য" তার অনুচর
"কিশোর" তাহার পর
হারায়েছি হেন কালে
পূজনীয়া
"ভূমের্গতা গরীয়সী"
মূর্ত্তিমতী দেবী
যাঁর স্নেহের অমৃতধারা
সহস্র ধারায়
ঝরিত এ ধরাধামে
অনিবার,
করুণা অপার

অতুলনা এ বিশ্ব সংসারে,
বর্ণিব কেমনে।
আবরিল দুখ ঘন
হৃদয় আকাশ
ফেলিনু নিশ্বাস
দারুণ উত্তাপ,
জীমূতমন্দ্র হাহাকার ধ্বনি
অশ্রু জলে সিক্ত তনু
কাঁদাইনু
আত্মীয় স্বজন
শেষ অঙ্ক
প্রথম জীবন অভিনয়।
ক্রমে তরুণ উদয়ে,
জীবন মধ্যাহ্নে,
নিত্য অভিনব দৃশ্য
নিত্য অভিনব রঙ্গ
নাট্যশালা এ সংসার
মানব মানবী করে খেলা
কেহ প্রবঞ্চিত
কেহ করে প্রবঞ্চনা

কেহ ধর্ম্ম-ভীরু,
কেহ অধর্ম্মের দাস।
কেহ হাসে,
কেহ কাঁদে,
কেহ উঠে
কেহ নাবে
কেহ অধীশ্বর
কেহ পথের কাঙ্গাল।
করে লীলা,
যায় চলি,
খেলা সাঙ্গ করি
সুপবিত্র পুণ্যধামে কেহ
কেহ হয় পাপের সারথী
নরকের দ্বারপাল
নিজ কর্ম্মফলে ॥
যে যায় সে আর নাহি ফিরে
যারে ভালবাসি
সে যায় পালিয়ে।
প্রিয় পরিজন
শৈশবের সহচর

অভিন্ন হৃদয়
অনেকেই গেছে চলি।
পূজ্যপাদ পিতা
প্রত্যক্ষ দেবতা
নশ্বর সংসার ছাড়ি
অমর ভবন।
যিনি পালিতেন সমাদরে
আশ্রিত জনায়
অমৃত ভাষণে,
যথাশক্তি দয়া দীনে
প্রীতি, স্নেহ আত্মীয় স্বজনে
যথা তোষে তরুবর
শ্রান্ত ক্লান্ত, নিদাঘার্ত্ত
তৃষিত পথিকে
সুশীতল ছায়াদানে
সুমধুর ফলে।
জীবনের এই অঙ্ক
শেষ না হইতে,
যৌবনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড
সবে মাত্র হীন তেজ—

হেনকালে, হারায়েছি—
প্রিয়তমা প্রিয়া,
ললিতা ললনা
হৃদয়ের প্রিয় সহচরী
পেয়েছিনু যারে
মধ্যভাগে
দ্বিতীয় জীবন অভিনয়ে ॥
কোথায় সেদিন হায়
কোথা গেছে চলি
আর কি পাইব দেখা,
সুখের তপন,
হৃদয় আকাশে !
হেরিতাম আগে যাহা,
এখন ত হোয়
সেই বিশাল গগণ ;—
হীরক খচিত নীল চন্দ্রাতপ—
তরুণ অরুণ
জাগায় ধরায়
সুষুপ্তা নিশায়
কুমুদ বান্ধব শশী

ছড়ায় জোছনা রাশি
হাসায় জগত।
সেই মৃদুবায়,
দোলায় কুসুমকায়,
ওষধি মণ্ডিত—
গিরিবর, অচঞ্চল,
বসুধা বেষ্টিত—
বিশাল ভয়াল
নীলাম্বু জলধি;
প্রসন্ন সলিলা
রজত মেখলা
স্রোতস্বতী কলস্বনা
ধায় অবিরাম।
ষড় ঋতু
শীত, গ্রীষ্ম আদি
সুখের বসন্ত
করে আনা গোণা পরপর।
আর কি হেরিব
প্রভাতের তরুণ অরুণ
মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তপন

চির অস্তমিত
আর না উদিবে হৃদয় আকাশে।
দিন দিন আয়ুঃ ক্ষয়
ক্রমে ক্রমে হীনবল
দৃষ্টি হীন তনুক্ষীণ
জীবন মধ্যাহ্ন অবসান।
এখনও যা আছে কাল
চিন্তাকর পরকাল
আসিবে করাল কাল
সে ভয় কি কর না
কালাকালের কর্ত্তা যিনি
তাঁরে কেন স্মরনা—
শুনরে অবোধ মন
ঘোর ফের অকারণ
ছোটাও আশার নেশা
কেনরে বিষয় তৃষা
আকুল পিয়াসা
করি হৃদে
বৃথায় কাটাও
এই অমূল্য জীবন।

ভাবরে বিরলে বসি
ভাব মন দিবা নিশি
সে পদ পঙ্কজ রবি
অতুল মধুর ছবি
অন্তরের তমোরাশি
ঘুচিবে তোমার
পাইবি বিমল সুখ
আনন্দ অপার।

তিনটী কুসুম।

অফুটন্ত
তিনটী কুসুম
এক বৃন্ত হতে
পড়েছ খসিয়া
লুটাও ধরায়
হেরিয়া পরাণ ফেটে যায়।
নাহি কি এমন কেহ
এ বিশ্ব সংসারে
আদর তোদের করে
তুলে লয় স্নেহ ভরে,
মুছায় ধুলায়
লুটাও ধরায়।
ওরে বাছাধন
ননির পুতলি
যাদুমণি!
আয় কাছে
করি কোলে,
কেনরে হৃদয় কাঁদে

হেরিলে তোদের।
প্রভাত চন্দ্রমা সম
মলিন বদন
পরিধান
মলিন বসন
রুক্ষ কেশ,
রুক্ষ বেশ, অনাথ যেমন
নাহি কি তোদের কেহ
এই ধরাধামে
অশন বসনে তৃপ্তি
করিতে যতন,
আদরে অধরে করে
স্নেহের চুম্বন।
আমিও তোদের মত
নিরাশ্রয়, পাদপ বিহীন
মরুভূমি হেরি এ সংসার
করি হাহাকার
সব শূন্যময়
দারুণ উত্তাপ
যন্ত্রণা অপার

সহস্র বৃশ্চিকে যেন
দংশে অনিবার।
আয় বাছা! কাছে আয়
জুড়াক পরাণ
তোদের লইয়া
নাহি কোথা যাব
কাবে না জানাব
মমতায় দিয়া বিসর্জ্জন
আত্মীয় স্বজন
ছাড়ি লোকালয়
সদা ইচ্ছা হয়
যাইয়া বিবলে
কাটাব জীবন
সেও ভাল
পালিব তোদের
দিবস রজনী
সাধ্যমত, মহাদরে
যতদিন রবে প্রাণ দেহে॥
ধন্য তুমি হে সংসার!
পরীক্ষার স্থল,

মানব জীবনে
দিয়েছ দিতেছ কত,
শিক্ষা নিরন্তর,
সদাই উন্মত্ত থাকি
তবুত খুলে না আঁখি
আরও কত আছে বাকি
তাও ত জানি না।
সম্পদে সোহাগে মাতি
যাহারে আপন ভাবি
সে নয় আপন
বিপদে বিষাদে যবে
হই নিমগন॥

যম।

মহীতলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
নৃশংস, নির্ম্মম দুরাচার
অমিত সাহস
জীবন উদ্যানে পশি,
হরেছিস্ তুই রে পামর,
সুচারু লতিকা সম
রোপেছিনু যারে,
পরম যতনে,
সুখের যৌবনে
প্রেম বারি
করিয়া সিঞ্চন,
সদা সুরক্ষিত,
হৃদয় বিটপী বিজড়িত।
ছিল দিনকত
করাল কৃতান্ত
নিরদয়,
দুর্দ্দান্ত পিশাচ,

ছিনিয়া সে ললিতা লতিকা
লয়েছিস্ জনমের মত।
কব আর কত অত্যাচার
সদা বয় হাহাকার
করুণ ক্রন্দন
সহচর তার
সবে মিলি
সংসার সাগর ঘোর
করে তোলপাড়॥
মাতৃ অঙ্ক করি শূন্য
কোথায় লইয়া যাস্
দিয়া ব্যথা
দারুণ যন্ত্রণা
কোমল পরাণে
হাসিত মূরতি
কোমল কুসুম শিশু
নয়ন রঞ্জন
তনয় রতন;
বলিষ্ঠ যুবায় অতিকায়,
একমাত্র নয়নের মণি

আঁধারে মাণিক
সুখের প্রদীপ
করিস্ নির্ব্বাণ
অন্ধ যষ্টি
সংসার রতন
কাঁদাইয়া,
জনক জননী বৃদ্ধ।
অভিন্ন হৃদয়
মহা বাহুবল
অগ্রজের হৃদে হানি শেল
করি মর্ম্ম ভেদ
প্রাণের অনুজ তার
করাল কবলে দিস্ স্থান
শোকে তাপে জর্জ্জরিত তনু
বিদগ্ধ হৃদয়।
রূপসী উরসি হতে
মহাবলে,
প্রিয়পতি
হৃদয় বল্লভে,
প্রগাঢ় প্রণয় রজ্জু

সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধি যারে রাখে।
অবহেলে, অকাতরে,
সে বন্ধন করিস্ ছেদন।
কার বলে
এত বলীয়ান্
তুই রে নিঠুর!
অতুল সাহস
ধরিস্ এ ধরাধামে।
বুঝিনু এখন
যাঁর আজ্ঞা ধরি শিরে
ঘুরিস্ ফিরিস্
এ সংসারে
কাঁদাস্ মানবে অহর্নিশ
বিক্রম বিপুল;
তাঁহারই এ লীলাভূমি
মর্ত্ত্যধাম।
যথা সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ,
জরা, মৃত্যু অনিবার
সম্পদ, বিপদ

হরষ, বিষাদ,
ঘুরে ফিরে পরপর।
সেইত পুরুষ সিংহ
ধন্য এ জগতে
যে না কভু ডরে তোমা,
নির্ভয় হৃদয়ে.
সংসারের মাঝে
করে বিচরণ
প্রস্তুত সতত
করিতে তোমায় আলিঙ্গন।

শ্মশান।

পুণ্যভূমি
বিরাম-দায়িনী
জীবের চরম স্থান
শান্তির আধার,
নাহি হেরি হিংসা, দ্বেষ
দ্বন্দ্ব-কোলাহল লেশ,
"আমার" "আমার" ধ্বনি
বিকম্পিতা সদাই মেদিনী !
হেরিলে তোমায়
স্তব্ধ-নেত্র
মুগ্ধ ভাব
উদাস হৃদয়।
পূর্ব্ব স্মৃতি পড়ে মনে
প্রিয় পরিজন
পূজ্যপাদ পিতা
স্নেহময়ী মাতা
প্রিয়তমা জায়া

হৃদয়-নন্দন
তনয় রতন।
অভিন্ন হৃদয়
প্রাণের অনুজ
মহাবাহুবল
নাট্যশালা এ সংসার
শুধু ভোজ-বাজি
জন, গজ, বাজী,
মানব-মানবী করে খেলা।
জীবনের শেষ অঙ্ক
কবি অভিনয় ;
তব অঙ্কে লভয়ে বিরাম।
নাহি হেথা
নৃপতির সমাদর,
দরিদ্রের অনাদর।
দাও স্থান,
জরা জীর্ণ কলেবর
স্থবির দুর্ব্বল,
অথবা কাঞ্চন কান্তি
বলিষ্ঠ যুবক,

রূপে গুণে মনোহর
সংসার-গৌরব ;
নয়নের অভিরাম
কোমল কুসুম শিশু
সহাস্য আনন।
পাপী, তাপী নাহি ভেদ
ধার্ম্মিক সুজন।
শিরীষ প্রসূনোপম
তনু সুকোমল,
শশধর বিনিন্দিত
বদন-কমল,
সুকেশিনী মনোরমা
কনক বরণী ;
কোমল পর্য্যঙ্কোপরি
দুগ্ধ-ফেন-নিভ
আরাম শয্যায়,
মৃদুল মধুর বায়
ভয়ে যার কাঁপাইত
অঙ্গ আবরণ,
পাছে ধনি, সুবদনী,

লজ্জা নাহি পায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা মায়াবিনী
চেতনে মুহূর্ত্তে জীবে করে অচেতন,
কিন্তু করি কত আরাধনা।
বহু যত্নে সেবিত যাহায়।
আহা! কোথা সেই
ললিতা ললনা,
প্রভাত চন্দ্রমা সম
মলিন বদনা,
ত্যজি লজ্জা অভিমান
বিলাস বিভব
দোলাইয়া কেশদাম
খুলে ফেলি কবরী বন্ধন,
নশ্বর সংসারে করি তুচ্ছ জ্ঞান
কাটি মায়া পাশ
তব অঙ্কে অভিভূতা
অনন্ত নিদ্রায়।
রাখিয়া কোমল তনু
চিতাশয্যা পরে
অসময়ে গেছে চলি

সুখ শান্তি ধামে
হেরিব না আর তারে
নশ্বর সংসারে
হায়! এ দেহের এই পরিণাম
চিতানলে ভস্মীভূত
ওই "ভস্ম" কোথা উড়ে যায়
ওই "মায়া" শুধু ছায়া
কোথায় বিলয়।
রয় নিত্য সুযশ সুনাম।
কেন বৃথা অঙ্গ রাগ,
বিলাস সাধন,
কেন বৃথা কর তবে,
ধনের গৌরব,
কেন বৃথা কর এত
রূপের আদর
কেন বৃথা কর তবে
আমার আমার,
কেন বৃথা কর তবে
বিদ্যা অভিমান
পরিণামে সবাই সমান।

আক্ষেপ।

আবার গগণে কেন
হয়েছ উদয় ?
এসেছ আবার আজ
কাঁদাতে আমায়
কেননা হেরিলে তোমা
মনে পড়ে প্রীয়তমা
তাইত তোমায় হেরি
কাঁদি শশধর।
হেরিলে তোমায় আগে
হ'ত কত প্রফুল্ল অন্তর।
ওহে সুধাই তোমায় সুধাকর,
এনেছ কি শুভ বার্ত্তা
প্রিয়ার আমার ?
সে তোমার থাকে কাছে
লয়ো খোঁজ মাঝে মাঝে
দেখা করো প্রিয়াসনে
দিও সমাচার

এ মিনতি রেখো অভাগার,
নীরব নিথর
সুষুপ্তা ধরণী
জাগ চাঁদ শুধু
লইয়া রজনী,
আমিও তোমার মত
কাটাব শর্ব্বরী,
জাগিবে আমার সনে
চিন্তা সহচরী।
হাসরে প্রাণের হাসি
যামিনী সুন্দরী
কর নৃত্য সুধাপানে
চকোর চকোরী।
আগে শশি! তোমা হেরে,
সুনীল অম্বর তলে,
কুতূহলে, প্রীতিভরে
প্রিয়াসনে কতবার,
ভাসি সুখ পারাবার,
সুখ দুখ কত কথা,
মরমের কত ব্যথা,

কত আশা অবলার
জানায়েছে অভাগায়,
সে কোথায়
আমি কোথা
আর তারে পাবনা
মরমের ব্যথা কভু
আর মোরে জানাবেনা।
হৃদি সরোবর হায়,
শুষ্ক মরুভূমি প্রায়
এ সরসি সে সরোজ
আর কভু ফুটিবেনা।

নিদ্রা।

শোক তাপ বিনাশিনী
শান্তি প্রদায়িনী
চেতনে মুহূর্ত্তে জীবে
কর অচেতন্।
জীবকুল নিনাদিতা
প্রকম্পিতা ধরা
মন্ত্রমুগ্ধা স্থিরা, স্তব্ধা,
হয়েছে এখন।
আর না করিছে অলি
মধুপ ঝঙ্কার
বিভু গুণ গাণে মত্ত
নহে পিকবর।
শ্রান্ত, ক্লান্ত সুধীর সমীর
কুসুম কানন হতে
লুটি পরিমল,
ঢেলে দেয় অকাতরে
সৌরভ ভাণ্ডারে,
জগত মাঝারে

তব অঙ্কে অভিভূত
আশ্রিত জীবেরে।
মাতৃ অঙ্কে শিশুগণ
করে নাই আস্ফালন,
ফেলি দূরে খেলনক
কোথা প্রিয় সঙ্গীগণ,
দিবসে দুরন্ত,
এবে প্রশান্ত সুজন।
পতিকোলে সতি
ঢালি তনু খানি
সংজ্ঞা শূন্যা লজ্জাবতী
বিহীন চেতন,
জানে নাই খুলে গেছে
কবরী বন্ধন,
এবে তার বিলাস বিভ্রম।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ
জীব জন্তু আদি
তোমার কৃপায় সবে
লভিছে বিরাম।
বিরাম দায়িনা

নিদ্রা মায়াবিনী,
নমি তব পায়,
রাখ অভাগায়,
বিদগ্ধ হৃদয়,
কর দূর অবসাদ,
জুড়াও পরাণ,
লভিব তোমার অঙ্কে,
ক্ষণিক বিশ্রাম ॥

স্বপ্ন ।

কে যেন আসিয়া কাছে,
কহে প্রিয় মৃদু ভাষে
"পেয়েছ পেতেছ কত
হৃদয়েতে ব্যথা
তাই'ত তুষিতে তোমা
আসিয়াছি হেথা ।
ছাড়িয়া এ মর্ত্ত্য ধাম
আছি মহাসুখে
কেবল তোমার তরে
বড় ব্যথা পাই প্রাণে
নিভৃত নিশীথে তাই
আসিয়াছি একা
কহিতে তোমার সনে
গুটি কত কথা ।"
"উত্তাল তরঙ্গময়
সংসার বারিধি
আছে কত হিংস্র জলচর

সদা থেক সাবধানে,
ধর্ম্ম বর্ম্ম পরিধানে,
করোনা করোনা ভয়
সদা ধরমের জয়
অধর্ম্মের পতন নিশ্চয়।
ত্যজিয়া প্রবৃত্তি
ভজিবে নিবৃত্তি
সদা রেখ ধর্ম্মে মতি
পাইবে পরম গতি,
কর সদা নিজ কাজ
ফলাশা করোনা তায়
ঈশ পদে সদা লক্ষ্য
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ
অভয়া সদয়া হবে
জানিও নিশ্চয়
নিরাপদে রহিবে নির্ভয়!"
"পালিও যতনে
ননির পুতলি,
নয়নের মণি,
আঁধারে মাণিক,

প্রাণের অধিক,
তনয় তনয়া মোর,
বৃন্ত চ্যুত কুসুম যেমতি
কাটায় বাছনি দিবস রজনী
অনাদরে অযতনে।
অধিনীর এই নিবেদন
চলিনু এখন।
যথাকালে, যথাস্থানে হবে দরশন
পুনঃ যুগল মিলন" ॥
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর
নিভিল নয়ন আলো
কে তুমি ?
দেবী কি দানবী
অথবা মানবী
অপ্সরী কিন্নরী
কিম্বা বিদ্যাধরী
নাবি মর্ত্ত্য ধামে
ধাও পুনঃ তড়িৎ গমনে ?
তা'ত নয়
এ আমার চির পরিচিত,

হৃদয় বল্লভা
যাও চলি
চকিতে ধাঁধিয়া
করি বরিষণ সুশীতল বারি
শুষ্ক মরুভূমে।
সুখের প্রদীপ
করিয়া নির্ব্বাণ
যাও দ্রুতগতি।
দাঁড়াও বারেক
যেওনা যেওনা চলে
ত্যজিয়া এ অভাগারে
পাপী তাপী বলে।
ফিরে চাও সুবদনি
দাঁড়াও বারেক,
তাকাও আমার পানে
হব তব সঙ্গ সাথী।
দোঁহে মিলে যাব চলে
রব মন সুখে
সুপবিত্র সুখ শান্তি ধামে॥

সন্ধ্যা।

নিরমল দিব্য দ্যুতি
কম কলেবর কান্তি
অমল ধবল
সম শশাঙ্কশেখর
স্থির, স্তব্ধ, সুচারু সুন্দর,
সুঠাম নধর,
অপরূপ রূপের মাধুরী
যাই বলিহারি ;
শশধর জিনি
বদন কমল
হেরি হয় জ্ঞান
নিবিড় জলদাবৃত
প্রতপ্ত তপন
কিংবা পাংশুজালে
যথা নিহিত পাবক ;
এ হেন যুবক
বসিয়া বিরলে

করতলে রাখিয়া কপোল,
গভীর চিন্তাসাগরে
রয়েছে মগন।
তাহারে নেহারি
ফুকারিতে নারি
কাঁপে তনু ভয়ে থর থর
শেষে সাহসে করিয়া ভর
হৃদয়ে পাইনু বল
কহিনু তখন ধীরে ধীরে ;—
"হে মহান্‌!
হেরিয়া তোমায়
হেন জ্ঞান হয়
উচ্চ কুলে জনম তোমার
ভাগ্যবলে পাইয়াছি
তব দরশন,
ছাড়িব না ছাড়িব না
তব সঙ্গ দুর্লভ রতন
তব পদে সঁপিনু জীবন।
দেহ পরিচয়
নমি তব পায়

ক্ষম অপরাধ
করি এ মিনতি,
বড়ই কৌতুক মনে
আকুল পিয়াসা জাগে হৃদে।”
“তোল সুচারু বদন
লোচন লোভন
কর আঁখি উন্মীলন
কৃতাঞ্জলি পুটে
করি নিবেদন
কিসের কারণে
গভীর চিন্তায়
রয়েছ মগন ?
নহেত মর্ত্ত্যের জীব তুমি
অনুমানি সুখ পুণ্য ধাম
তব যোগ্য স্থান
কি উদ্দেশে,
কাহার আদেশে ?
অথবা স্বেচ্ছায়
শুভ আগমন ধরাধামে।”
শুনিয়া মিনতি

করুণা সাগর
আরম্ভিল মৃদু মধু স্বরে
যথা বরষি সুধার ধারা
বারিদ প্রবর
ঢালিয়া ধরার অঙ্গ
করে সুশীতল।
"নিজ পরিচয়
দিতেছি তোমায়
করহ শ্রবণ ;—
"ব্রহ্মণ" "শক্তি"
নির্গুণ, সগুণ
জনক জননী মোর
একে দুই, দুই এক
জানিও অভেদ।
"সভ্য" মোর নাম
অটুট অক্ষয় আমি
অমর জগতে
অনন্ত যৌবন
রূপ গুণ বিবর্জ্জিত
কিন্তু রূপময়

নানা গুণে বিভূষিত
চিত্ত বিমোহন
অনাদি অনন্ত যিনি
অব্যক্ত, অব্যয়,
তাহারই কৃপায়
তার'ই শক্তি ধরি হৃদে
তার'ই আজ্ঞা পালি
অবনত শিরে
ঘুরি ফিরি এসংসারে,
জীবের মঙ্গল হেতু
এই মর্ত্ত্য ধামে।"
"বড়ই ব্যথিত চিত্ত
হয়েছে আমার
হেরি নিত্য কদাচার
সংসারের কার্য্যাকার্য্য
করিয়া বিচার,
যে—যাহারে ভালবাসে
সে তাহারে শেল হানে
কঠোর পরাণ,
যে যাহার করে উপকার

অপকার প্রতিদান তার ;
যথা কাটে কাঠুরিয়া
সেই তরু বর
যে তাহারে, অকাতরে
করে ছায়া দান
সুফল প্রদানে
যত দিন দেহে রহে প্রাণ।
উহুঃ প্রচণ্ড প্রতপ্ত
দারুণ উত্তাপ
মরুভূমি
হেরি এ সংসার
বিনা বারি সুশীতল
ওষ্ঠাগত প্রাণ
শ্যামল বিটপী
শান্তি সুখ ছায়া
বিরল ধারায়।
সদা মত্ত নর,
প্রমত্ত বারণ প্রায়,
কাঁচ পেয়ে অমূল্য কাঞ্চনে
করে অনাদর,

আপাত মধুর
পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ
জীব অনুক্ষণ।
পরিণামে ফল বিষময়
ভাবেনা কখন।
"প্রভু" আমার
শ্রেষ্ঠ অনুচর
থাকে মর্ত্যধামে
রাজা প্রজা তার কাছে
সকলি সমান
ভক্তের অধীন তিনি
ভকত বৎসল
আকুল পরাণে
যে ডাকে কাতরে
দেখা দেন তারে
কিন্তু তার হেরি অনাদর
থাকিতে অনিচ্ছা তেই করে নর নিরন্তর,
পাপময় নশ্বর সংসারে
যথা শুধু স্বার্থ হিংসা, দ্বেষ
নাহি মমতার লেশ,

মায়াপাশ দারুণ বন্ধনে
বদ্ধ জীব, হুঙ্কারে সতত
"আমার আমার"
সুখ দুঃখ বিজড়িত
শোক তাপে নর অভিভূত
জরা মৃত্যু অনিবার
সদা রব হাহাকার।
"একান্ত বাসনা যদি
হয়ে থাকে চিতে
লইতে আশ্রয় মোর
করোনা করোনা ভয়
বস মম পাশে
কহি গুটি কত কথা
উপদেশ ছলে
লয় যেবা আশ্রয় আমার
পাপরূপ দুর্দ্দান্ত পিশাচ
যায় পলাইয়া ভয়ে তার,
যে হয় আমার অনুগত
করি হিত সাধ্যমত,
কি ভয় তাহার

ভুঞ্জে সে বিমল সুখ
সদানন্দ, নিত্যানন্দে
সতত বিভোর,
"ধৈরজ", "তিতিক্ষা",
"শম"."দম","সুনীতি","সুমতি"
মম অনুচর, অনুচরী
রক্ষিবে সতত তোমা
পরম যতনে।
পাইবে পরম প্রীতি,
তাদের নিকটে,
যথা সাধ্য হও অনুগত,
চলিও আদেশ মত
থাকিও সংসারে,
নিরাপদে, নিরভয়ে
রহিবে নিশ্চয়।
রাখিয়া তাদের
চলিনু এখন যথাস্থানে
স্মরিবে সতত মোরে
ব্যাকুল অন্তরে,
ইচ্ছামত পাবে দরশন

করিনু অভয় দান তোমা”
শুনিয়া অমৃত বাণী
মৃত সঞ্জীবনী
শুষ্কতরু মুঞ্জরিত
মৃত দেহে জীবন সঞ্চার
আনন্দ অপার
লইনু চরণ ধূলি,
অশ্রু জলে সিক্ত তনু
হরষিত মন
সার্থক জীবন ॥

ভ্রম।

দুর্লভ মানব জন্ম
করিয়া ধারণ,
এসেছিলে ভবহাটে
কিনিতে কাঞ্চন
দশ দিক ঘুরে ফিরে,
ভোজ বাজী এসংসারে
আসলে ভুলিয়া নকলে মজিয়া
কিনিয়াছ কত গুলা
কাচের বাসন।
অনর্থক অর্থব্যয়,
ফিরিয়া পাবার নয়,
নিরুপায় কর হায় হায়।
এখনও যা আছে কাছে
খরচ করোনা মিছে
পার যদি লও কিনে
অমৃত অক্ষয় দুর্ল্লভ রতন
বাহ্য শোভা হেরি কার
ভুলোনা কখন।

অজ্ঞানতা।

ঘুচিল না
এখনও ঘুমের ঘোর
ছুটিল না
এখনও আশার নেশা
আর কত কাল
কাটাইবে এই ভাবে।
গেছে চলি জীবন প্রভাত,
বিগত মধ্যাহ্ন,
সুখের যৌবন।
ক্রমে দিবা অবসান,
সন্ধ্যারবি যাবে অস্তাচল।
এই বেলা
কর আয়োজন
হৃদয় আসন আনি
দাও পেতে,
ডাক সকাতরে
ব্যাকুল অন্তরে

শ্রদ্ধা বিল্ব দলে
ভকতি চন্দনে,
অশ্রু জলে করি ধৌত
প্রেম পুষ্প দাও উপহার।
হেরিবে হৃদয় নাথ
হৃদয় আসনে
ঘুচিবে ঘুমের ঘোর
ছুটিবে আশার নেশা
পাবে পরিত্রাণ।

প্রাণ-পাখী।

ওরে পাখি! আর কত কাল,
রহিবি মুদিয়া আঁখি,
কোন্ দিন যাঁবি উড়ে
পিঞ্জর রহিবে পড়ে,
আবার আসিবি, আবার যাইবি,
নূতন পিঞ্জরে লইবি আশ্রয়
আসা যাওয়া হবে শুধু সার
তাই বলি খুল আঁখি
শুনরে অবোধ পাখি,
এত দিন কাটায়েছ বৃথায় সময়
এখনও যা আছে কাল
স্মর সেই সুধা নাম
খাও দাও প্রাণভরি
ডাক অবিরাম
ঘুচিবে এ ভবে আসা,
পূরিবে মনের আশা,
পাইবি নিস্তার।

কামিনী-কাঞ্চন।

কামিনী-কাঞ্চন মেঘে
রেখেছে সতত ঢেকে
হৃদয় আকাশে।
আশার বিজলী,
করে তাহে খেলা,
বাড়ায় তিমিরে।
কর মন দৃঢ় পণ,
সংযত হৃদয়
কর প্রাণ সমর্পণ,
স্মর নিত্য নিরঞ্জন
ভজন সাধন
ভীম প্রভঞ্জনে,
খেদাইয়া দাও দূরে,
কামিনী কাঞ্চন মেঘে,
হবে নিরমল
হৃদয় আকাশ,
পূর্ণ জ্যোতি পাইবে বিকাশ।

হেরিবে তখন
হৃদয়ে হৃদয় নাথ,
চিদানন্দ রূপ
ভুবন মোহন।
ঘুচে যাবে
ঘোর অন্ধকার
সংসারের দারুণ বন্ধন
উত্তাপ ভীষণ,
ভুঞ্জিবে বিমল সুখ
অনন্ত অপার।
নিত্য, শুদ্ধ সার॥

ভিক্ষা ।

দাও দুখ
দাও তাপ,
নাহি ক্ষতি তায়,
হৃদয় করেছ ক্ষুদ্র
নিতান্ত দুর্ব্বল,
তাই ভাবি হায় ।
সুখ চেয়ে দুখ ভাল
সহিতে যে পারে
কেননা তোমায় ডাকে
ব্যাকুল অন্তরে ।
বিপন্নের সখা তুমি
বিপদ ভঞ্জন
সম্পদ আসিলে
যাও পলাইয়ে,
নাহি আর পাই দেখা
তাই বলি প্রাণ সখা,
দাও দুখ

দাও তাপ
নাহি ক্ষতি তায়
হৃদয় করেছ ক্ষুদ্র
নিতান্ত দুর্ব্বল
তাই ভাবি হায়।
হৃদয়ে বিতর বল
শুদ্ধমতি অচঞ্চল,
তব প্রেমে মুগ্ধ মন
রয় নিরন্তর
এই ভিক্ষা মাগিছে কিঙ্কর।
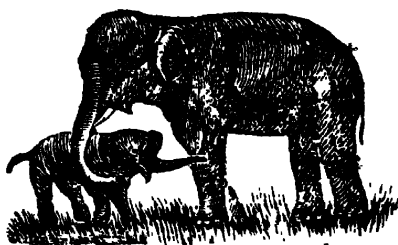
প্রেমের পাগল।

নিরমল শশধর
বালক হৃদয়,
শ্যামল বিটপ্পী ছায়া
মহৎ আশ্রয়,
তরুণ অরুণ ভাতি
শরতের শশী
কৌমুদী বসনা নিশা
বড় ভাল বাসি।
বড় ভাল বাসি
ঐ লজ্জাবতী লতা,
করি হেঁট মাথা
প্রণমিছে স্রষ্টার চরণে।
বড় ভাল বাসি তোমা
মল্লিকা, মালতী
সুগন্ধ রজনী গন্ধ।
আর নানা জাতি
প্রাণের সুরতি যত

প্রেমভরে, অকাতরে
ঢেলে দিয়া পায়,
অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে
লুটায় ধরায়।
সকলের চেয়ে বড় ভালবাসি,
প্রেমের পাগল, প্রেমের পাগল হলে
ভাল মন্দ নাহি থাকে জ্ঞান
আত্মপর সবাই সমান।
প্রেমের পাগল যারা
সদা তারা আত্মহারা,
কি জানি কি ভাবে মগ্ন
সদাই বিভোর
সদা তুষ্ট, নহে রুষ্ট
নিত্যানন্দে ঘোর।
তাই বিধি! নিরবধি
ভাবি নিশিদিন এ দীনের হেন দিন
হবে কি কখন?
প্রেমের পাগল হয়ে
আত্মহারা হব সব ভুলে গিয়ে শেষে
তোমাতে মজিব।

প্রাণের তৃষ্ণা।

চিরদুখী
চিরতাপী
চির পাপী আমি।
দিবে নাকি দেখা,
হৃদয়ের সখা
ডাকি হে কাতরে
ব্যাকুল পরাণে
বারে বার।
ফের কাছে কাছে,
হৃদয়ের মাঝে,
হৃদয়ের সখা তুমি,
অজ্ঞান তিমিরে
মরি ঘুরে ঘুরে,
ভাবি আছ কতদূরে।
আছ জলে, স্থলে
শূন্য দেশে
শ্যামল প্রান্তরে

দুর্গম কান্তারে
পর্ব্বত শিখরে
অগাধ জলধি গর্ব্ভে।
হেরি হে তোমার
প্রভাত রবি,
মধুর ছবি,
পরায় ধরায় সোণার হার
হেরি হে তোমার
পূর্ণ শশি,
তিমির নাশি,
জ্বালিয়ে দেয় মাণিক প্রদীপ ;
হীরক খচিত
নীল চন্দ্রাতপ,
শ্যাম শোভা ধরণী।
আছে দাঁড়াইয়া
উন্নত ভূধর,
ঘেরিয়া বসুধা
জলধি বিশাল,
ধায় প্রবাহিনী
কুলু কুলু স্বরে

গায় পিকবর
সুমধুর স্বরে
মহিমা অপার।
তোমার অনিল,
জুড়ায় জগত প্রাণ।
সুরভি সুন্দর
ফুল্ল ফুল দল
পরকাশে তব
মধুর হাস।
সিকতা সজ্জিত
তপ্ত মরুভূমে
বহিছে তোমার
উত্তাপ নিশ্বাস।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড,
ভীম পরাক্রম,
জ্বলন্ত অনল
করে বরিষণ
কার হেন সাধ্য
তাকায় তাহার পানে।
অসম্ভব আশা

তোমায় হেরিতে
বাসনা যে হৃদে জাগে,
পঙ্গুর লঙ্ঘিতে
ভূধর যেমতি,
অথবা মূকের যথা
বক্তৃতা করণে,
অথবা যেমন
পাইতে শশাঙ্ক
বামন করয়ে অভিলাষ ॥
তুমি সর্ব্বব্যাপী
মনে করি ধরি,
অথচ অস্পৃশ্য
ধরিতে না পারি।
তুমি রূপময়,
অথচ অদৃশ্য,
সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম,
অথচ মহান্,
শুনিয়াছি আছ,
জানিনা কেমন,
বুঝিয়াছি আছ

বোধগম্য নয়,
হৃদয়ের মাঝে
করি অনুভব
ধরিতে যাইলে
নাহি দাও ধরা
যত পিছে যাই
খুঁজিয়া না পাই
বিষম গোলকধাঁধা।
ইচ্ছা হয় তব অঙ্কে
পড়ি ঝাঁপাইয়া
ইচ্ছা হয় তব অঙ্গে
ঢেলে দি পরাণ
ইচ্ছা হয় তোমায়
করিতে আলিঙ্গন
ইচ্ছা হয় তব সনে
যাই মিশাইয়া।
ভালবাসিব বলিয়া
তুমি ভালবাস না,
আমার এ ভালবাসা
তুমি সখা চাও না।

সদাই নিরখ,
কিন্তু আমায় হেরিতে
তুমি দাও না
দিয়েছ যে আঁখি দুটী
কি ফল বল না।
(তব) স্নেহের অমৃত ধারা
ঝরে অনিবার
সহস্র ধারায়।
কিন্তু অভাগার
নয়নের কোণে
এক বিন্দু অশ্রু
কভু নাহি ঝরে
তোমার অতুল প্রেমে।
জড়াইয়া ধর
ওহে দয়াময়!
(যবে) কাতরে তোমায়
ডাকি আকুল পরাণে
কিন্তু আমি গেলে
ধরিতে তোমায়
কোথায় লুকাও তুমি।

ওহে লীলাময়!
এ কেমন লুকোচুরী
যাই বলিহারি অবাক্ হইয়া থ...
কোথা ওহে বিপদ ভঞ্জন!
দাও দেখা বিপদ মাঝারে
সম্পদে পলায়ে যাও,
কোথায় হে তুমি
আলোকে লুকাও,
আঁধারে ফুটিয়া উঠ।
কোথায় হে তুমি
আস গুটি গুটি
নির্জ্জনে পাইলে মোরে
কোথায় হে তুমি
যাও পলাইয়ে গোল্‌মালে।
চিরদুখী চিরতাপী
চির পাপী আমি
দাও হে দেখা হৃদয়ের সখা,
ডাকি হে কাতরে
ব্যাকুল পরাণে বারে বার॥

বিবেক ও বিজ্ঞান।

নিবিড় জলদ জালে
ঘেরিলে গগন,
যথা বিশ্বব্যাপী
পূর্ণ জ্যোতি
প্রচণ্ড ভাস্কর
না পায় বিকাশ
সেইরূপ বদ্ধজীব
মায়াচ্ছন্ন,
নশ্বর সংসারে
না পারে হেরিতে
"চিদানন্দ রূপ"
ভুঞ্জিতে বিমল সুখ
অনন্ত অপার
বঞ্চিত ধরায়।
কে তোমরা দুটী ভাই
সদা থাক এক ঠাঁই
যুগল মিলন অপরূপ।

ঘুচাও মায়াঁর আবরণ—
বদ্ধজীবে কর দয়া,
উন্মুক্ত করহ দ্বার
নমি দোঁহে
দেহ পদাশ্রয়
মাগি ভিক্ষা
কৃতাঞ্জলি পুটে
ঘুচে যাক্ আমার আমার
মায়াপাশ
দারুণ বন্ধন
হেরি সেই বিশ্ব-বিমোহন
অতুল বিমল ভাতি
জ্যোতির্ম্ময় মুরতি সুন্দর
দুর্ল্লভ রতন
সার্থক জীবন।

সাধন, ভজন।

রত্নাকর নিজ গর্ব্ভে
করয়ে ধারণ
বহু অমূল্য রতন
যে জন বঞ্চিত তাহে
সে কভু বলিতে পারে ?
রত্নাকর রত্নহীন
সরোবরে নাহি মীন
সুধাকর সুধায় বঞ্চিত
জলধর সলিল বর্জ্জিত
হের ওই চাতকিনী
কুহুকিনী ঊর্দ্ধমুখে
বারিধারা আশে
নবীন নীরদ পানে
আছে তাকাইয়া।
হের ওই চকোর চকোরী
করে নৃত্য সুধাকর হেরে
সুধাপান তরে।

ফণির মাণিক বটে
দুর্লভ রতন
লভিতে যে চায়
দংশনের ডর সে কি করে ?
সুকৌশলে যে করে প্রয়াস
বিফল না হয় মনোরথ
চাও যদি মধু
মক্ষিকায় ভয় কভু
করোনা করোনা।
(যদি) কমল তুলিতে
বাসনা করহ চিতে
মৃণাল কণ্টকময়
ভেবনা ভেবনা।
চাও যদি অমূল্য রতন
দাও ডুব জলধির
অতল সলিলে
বার বার কর অন্বেষণ
আশায় বঞ্চিত কভু
হবেনা হবেনা।
ওই দেখ অহর্নিশ

সংযত হৃদয়ে
সাধন ভজন
করে যে সুজন
প্রেমের জলধিজলে
মগ্ন অনুক্ষণ
পায় শেষে অমূল্য রতন।

আমিত্ব।

আমি, তুমি, তিনি,
কে আমি
কে তুমি
কে তিনি ?
যে আমি সেই তুমি
যে তুমি সেই তিনি
যে তিনি সেই আমি।
আমি, তুমি, তিনি
সকলি সমান।
সকলের(ই) মধ্যে "এক"
সদা বিদ্যমান
যে চিনেছে "আমি"
সেই বলে সব এক একে সব
যে চিনেছে "আমি"
তার কি চিনিতে বাকি
আছে কিছু আর
চিনিয়াছে "নিত্যবস্তু" সার।

"আমি" বলে নাহি কিছু
হেরি এ সংসারে
"আমিত্ব" ঘুচাও তাই
বলি বারে বারে
"আমার" "আমিত্ব" গেলে
হৃদয়ের ঘুচে অন্ধকার
পায় দেখা নর
জ্যোতির্ম্ময় রূপ
"পূর্ণব্রহ্ম" সত্য সনাতন
সার্থক জীবন॥

মা আমার কাল।

যমুনার জল কাল
কোকিল বরণ কাল
নবীন নীরদ কাঁল
রাধা গুণমণি কাল,
উন্নত ভূধর কাল
অমা নিশীথিনী কাল
হেরি আর কত কাল
কাল রূপ বড় ভাল বাসি
হেরি ঐ সুনীল অম্বর
দিগন্ত প্রসারি
প্রশান্ত সাগর,
যাহার নীলিমা
ঢেলে দেয় প্রাণে
উদাস, উদার
গাম্ভীর্য্য বিশাল
নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ ভাব।
হেরি ওই করাল বদনা

অতি ভয়ঙ্করা,
বরা ভয় করা
শ্মশানবাসিনী
নৃমুণ্ডমালিনী
চন্দ্রকিরীটিনী
ভুবনমোহিনী
মহা মেঘ প্রভা দিগম্বরা
করে অসি মুক্তকেশী
মা আমার কাল।
এ কেমন কাল
বুঝিতে না পারি
যাহাতে জগত আলো।
ভীতি সঞ্চারিনী
অথচ অভয়প্রদা
সংহারিণী
অথচ বরদা।
এ কালয় শশধর
জ্যোতিষ্মান্ দিবাকর
প্রচণ্ড পাবক
ফুটাতে অক্ষম।

জ্যোতির তরঙ্গ।

এ কাল অবদীপ্তিময়ী

অনন্ত জ্যোতির লীলাভূমি

তাই কাল এত ভাল বাসি।

তাই যমুনে! তোমার

সাধের কোকিল

নবীন নীরদবর

শ্যাম নটবর

উন্নত ভূধর

অমা নিশীথিনী

এত ভাল বাসি॥

কাল রূপে মজে

বিশ্ব ভুলে গিয়ে

তন্ময় হইয়া থাকি॥

পথিক।

ওহে পথিক সুজন,
করে যষ্ঠি,
পৃষ্ঠে গুরুভার,
বল তুমি যাইবে কোথায় ?
হে পথিক ! ফিরে চাও
দাঁড়াও বারেক,
ডাকি তোমা বার বার,
রাখ কথা একবার
তাকাও আমার পানে
বড় দুখ পাই প্রাণে
লও হে অভাগা জনে
যাইব তোমার সনে
দাঁড়াও বারেক।
এ মিনতি পায়
রাখ এই অভাগায়,
যে পথে চলেছ তুমি
সে পথে পথিক আমি।

কিন্তু হায় বিহীন সম্বল।
তবে যদি কর দয়া
স্মরি পদ মা অভয়া
এক সাথে দোঁহে মিলি
যাইব তথায় চলি,
তবে যথা নির্গুণ অধমে
মহত সঙ্গমে।
কিন্তু ওহে সুধাই তোমায়
হের ওই গুরুগিরি
শ্বাপদ-সঙ্কুল
দুর্গম কান্তার
তারপর জলতি অপার
সকল হাঙ্গর নক্র
হিংস্র জলচর
কেমনে হইবে পার
করেছ কি উপায় তাহার।
সাবধান! সাবধান!
এ বড় কঠিন স্থান,
আছে কত ভীষণ রাক্ষস
বিকটা রাক্ষসী।

তাই বলি, শুন হে পথিক
লও সাথে কয়টা প্রহরী।
অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত,
সদা হয়ে সুরক্ষিত,
ফেল দূরে পৃষ্ঠ-ভার,
শুধু যষ্ঠি কর ভর,
ধর ধৈর্য্য দৃঢ় পণ
বিফল না হবে কখন,
অনায়াসে যাবে চলে,
নির্ভয় হৃদয়ে,
লঙ্ঘিবেক গিরিবর।
তার পর,
ভাসাইয়া জীর্ণ তরি
স্মর ভবের কাণ্ডারী,
করোনা করোনা ভয়
পার হবে পারাবার
যাবে চলি শান্তিধামে
বিমল আনন্দ পাবে
অনন্ত অপার॥

রমণী।

রমণি! জানি তোমা
সংসারের সার
অমৃতভাষিণী,
মধুরহাসিনী,
সুখ-প্রস্রবিণী,
শান্তি-প্রদায়িনী,
লোচন-আনন্দকরী
জীবনের প্রিয় সহচরী।
একাধারে
পূজনীয়া মাতা,
প্রিয়তমা জায়া,
প্রাণাধিকা সুতা,
স্নেহের ভগিনী।
বার-ধর্ম্ম-ব্রত,
পুণ্যকর্ম্ম যত,
সতত তাহাতে রত,
দেব, দ্বিজে ভক্তি,

ঈশপদে মতি,
মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমতী দেবী।
তোমার বিহনে ধরা,
ঘোর অন্ধকার,
শ্মশান সমান,
অথবা প্রতপ্ত মরু,
দারুণ উত্তাপ,
সব শূন্যময়,
অয়ি বিনোদিনি!
নয়ন-রঞ্জিনী,
মৃত-সঞ্জিবনী
ললিতা ললনা,
সুচারু লতিকা
অমৃতের ধারা
সংসার মরুর
সুশীতল ছায়া
তবে কেন পুনঃ
হেরি সোণার সংসার,
হয় ছারখার,
কত রাজ্যক্ষয়,

নাহিক নির্ণয়,
করহ নির্ব্বাণ
সুখের প্রদীপ,
অভিন্ন হৃদয়
আপন সোদরে কর পর।
ত্যজি মোহিনী মূরতি
ধর ভীষণা প্রকৃতি
মমতায় দিয়া জলাঞ্জলি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পদে দলি,
যথা ইচ্ছা যাও চলি।
পুনঃ যবে ক্রোধে উন্মাদিনী,
যেন কাল ভুজঙ্গিনী
উঠহ গর্জ্জিয়া
নাশিতে উদ্যত
সমগ্র ভুবনে
দারুণ দংশনে।
সদা নর প্রপীড়িত
তনু জর্জ্জরিত
সুখ-সূর্য্য চির অস্তমিত।
একি বামা হেরি তোমা!

কুসুম কোমল কলেবর
নয়নহিল্লোলে কাড়ে মৃগমদ
প্রফুল্ল কমল সহাস্য আনন
হরে মনপ্রাণ অমিয়ভাষণ
তার হেন আচরণ ?
একি নিশার স্বপন
প্রমত্তের প্রলাপ বচন !
আকাশ-কুসুম।
কিম্বা ভানু পশ্চিতে উদয়
হিমাংশুতে কৃশানু সম্ভব ?
স্থির স্তব্ধ রুদ্ধ বাক্
বিস্ময়ে আকুল প্রাণ
কাঁপে হিয়া থর থর
রোমাঞ্চিত কলেবর,
ওহে লীলাময়
একি লীলা তব ?
অমৃতে গরল,
মৃণালে কণ্টক,
সুরভি সুন্দর পুষ্পে
কীটের সৃজন ;

বিশাল বারিধি-জল,
স্থতীব্র লবণময়,
কলঙ্কী শশাঙ্ক হায়,
কত লোকে কত কয়,
বুঝিতে না পারি।

লতিকা।

ফুল্লমনা, রসবতী
কৌতুকী যুবতী
জানি তুমি লজ্জাবতী
কোমল হৃদয়া।
কিন্তু যবে হেরি তোমা,
রও পতি সনে,
প্রগাঢ় প্রণয়-রজ্জু
সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধিয়া রাখহ নিজ
হৃদয়-বল্লভে।
অসীম শকতি ধর
মাতঙ্গে নাহিক ডর।
পুনঃ যবে থাক একা
আনত-আননা,
পতঙ্গের ভয়ে
কাঁপ থর থর;
বহিলে মৃদুল বায়

শিহরে কোমল কায়
লুটাও ধরায় ;
সদাই আতঙ্ক হৃদে
প্রতপ্ত অনল তাপে
মার্ত্তণ্ড ময়ূখে,
হীনপ্রভা মলিন বদনা।
যার তেজে, এত তেজ,
ধর বিধুমুখী,
সে যদি ত্যজয়ে তনু,
জনমের মত,
ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত,
দারুণ আঘাতে,
অথবা শায়িত ধরা
ভীম প্রভঞ্জনে ;
কিম্বা খর রবিকরে
বিদগ্ধ অনলে।
তথাপি পতির দেহে
রহ বিজড়িতা,
অকাতরে, নির্ভয় হৃদয়ে
তুচ্ছ জ্ঞান, নিজ প্রাণ,

কর বিসর্জ্জন পতিসনে।
দেখাও জগতে
অকপট ভালবাসা,
পতি, পত্নী-প্রেম
সম্পদে, বিপদে,
হরষে, বিষাদে,
জীবনে, মরণে
অভিন্ন হৃদয়।

বিদ্যুৎ।

চঞ্চলা, চপলা বালা
হাসি, খুসী কত খেলা
নবীন নীরদ প্রেমে
হয়েছ বিহ্বলা
দিয়েছ পরাণ ঢেলে
অকাতরে কুতুহলে
প্রেমে উন্মাদিনী
প্রেম সোহাগিনী
রূপের ছটায় গরবিনী।
তব প্রেমে বিগলিত,
জলদ তোমার মত,
প্রাণের আবেগে
হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
গভীর গরজে
অজস্র প্রেমের ধারা
করে বরিষণ
নিদাঘ তাপিতা ধরা

করে সুশীতল।
চাতকিনী, কুতুকিনী
নবঘন পানে,
থাকে তাকাইয়া
উর্দ্ধ মুখে বারিধারা আশে
মিটায় পিয়াসা তার
করি বারিদান
দেয় ঢেলে প্রাণ ভরে
প্রফুল্ল অন্তরে।
তাব'লে চপলে তুমি
জলদে কপট বলি,
ভেবনা ভেবনা
তোমা ত্যজি, অন্যে মজি
রবেনা রবেনা।
জলদের মত
প্রেমিক সুজন
নাহি হেরি অন্য কোথা
জলদের ভালবাসা
এ জগতে অতুলনা
ভাল মন্দ নাহিক বিচার

সুস্থান, কুস্থান জ্ঞান
সর্ব্বত্র সমান ভাবে
করে বারি দান ॥
তাই বলি
জলদে কপট
ভেবনা ভাবিনী
ত্যজিয়া তাহায় কভু
যেওনা মানিনী
চপলে !
সুনীল গগণ ছাড়ি
দাও কি কখন দেখা
মানবের হৃদয় আকাশে
বিষাদ জলদ-জালে
রাখে যবে ঢেকে
বহে নিশ্বাস পবন
ঘন ঘন
প্রজ্বলিত হুতাশন
চিন্তা চিতা,
দহে তনু অনুক্ষণ
প্রচণ্ড প্রতপ্ত

দারুণ উত্তাপ
নাহি বারি বিন্দু লেশ,
এ জলদে নাহি প্রেম।
চপলে !
এসনা এসনা হেথা
দূর হতে দিও দেখা
তাই বলি দূরে রও
জলদে লুকাও
কর খেলা, যাও চলে
গগণ গবাক্ষ খুলে
মিশ গিয়ে সুরবালা সনে
পাইবে পরম প্রীতি,
অমর ভবনে॥
ত্রিদিব আলয় ছাড়ি
আসিবে যখন
পার যদি করো দেখা
লয়ো সমাচার
প্রিয়ার আমার
এস পুনঃ শুভ বার্ত্তা লয়ে
শুন সুবদনি !

অয়ি সৌদামিনি !
প্রেম সোহাগিনী
প্রেম উন্মাদিনী
আদরিণী সুহাসিনী
রূপের ছটায় গরবিণী।
প্রেমের তুফান
বহিবে আবার
দিয়ো দেখা সুনীল অম্বরে
ক'রো খেলা জলদের কোলে
হাসিও প্রাণের হাসি
প্রেমেতে মাতিয়া,
হেরিব তোমায় পুনঃ
পরাণ ভরিয়া ॥

নদী।

হেলিয়া, দুলিয়া,
রূপের ঠমকে
খুলিয়া কবরী,
আলু থালু বেশে,
কোথায় চলেছ
মরাল অলস গমনে ?

গরবে মেদিনী
ঠেলিয়া চরণে,
যেওনা যেওনা
অয়ি বিনোদিনি !
রোষভরে ধরা
যদি রোধে গতি
বড়ই বিপদে পড়িবে পথে।

ধৈরয়া ধরণী, তোমায় সজনী,
হৃদয় খানি দিয়াছে পেতে,

নিদাঘ তাপিতা হইবে যখন,
করিও শীতল সাধ্যমতে ॥

জানি তোমা, জন্ম উচ্চ কুলে ?
যদিও নিভৃতে,
নাহি ক্ষতি তাতে,
জনক তোমার
অতীব মহান্ ;
তাঁহার তনয়া তুমি
করমে তোমার পরিচয়।

অয়ি দয়াবতি !
হিতব্রতে ব্রতী
জীবের মঙ্গল হেতু
আসিয়াছ মর্ত্যধামে।
অয়ি ! কোমল পরাণি !
শুন মোর বাণী,
যেও সাবধানে,
শ্বাপদ সঙ্কুল
গহন কাননে,

তাহাতেও নাহি ডরি তত,
যবে তারা হইয়া তৃষিত
আসিবে তোমার কাছে
হয়ে তুষ্ট বারিপানে
যাবে ফিরে যথা স্থানে
তাকাবেনা তব পানে।
কিন্তু সদা শঙ্কা হয় মনে,
কাটাবে কেমনে,
সারাটী রজনী
পথে একাকিনী।
কেন না, পেয়ে অবসর
নিভৃত নিশীথে,
শ্রান্ত, ক্লান্ত, সুচতুর
প্রেমিক প্রবর,
নব কিশলয় দল
পল্লব নধরে
কাঁপাইবে ধীরে ধীরে
কথাটী না কয়ে
হবে মাত্র সুশীতল।
তাহে তুষ্ট না হয়ে প্রেমিক

আসিয়া কুসুম পাশে
জাগাবে তাহায়
খুলি তার মুখ আবরণ
চুমিবেক মধুর অধরে
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার
ঘুচিবেনা তবু
লুটি পরিমল
হৃদয়ের তৃষা
আকুল পিয়াসা,
মিটাবার তরে,
প্রাণের সুরভি যত
ঢালি অকাতরে
আসিবে তোমার কাছে
তুষিতে তোমায়
প্রগাঢ় প্রণয় অনুরাগে।
পর-পুরুষ পরশে শিহরি উঠিবে,
কাঁপিবে কোমল তনু
ভয়ে থর থর
ক্রমে লজ্জা পরিহরি
ফুল-শরে জর জরি

প্রকাশিবে তবোপরি
বিক্রম বিপুল
ভীমনাদে তুমি উঠহ গর্জ্জিয়া
ভ্রূকুটী বিস্তারি
খেদাইয়া দাও দূরে তারে,
কর প্রত্যাখ্যান।
দেবী বলি হয় জ্ঞান,
দাও শিক্ষা নারী-কুলে
সতীত্ব কি মহাবল
এক মাত্র নারীর সম্বল,
দুর্লভ রতন।
নারীর আদর্শা তুমি
ধন্যা এ সংসারে,
নারীর হৃদয় ধরে কত বল
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার
প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
অয়ি সতি! পতি সোহাগিনি
যাও, যাও, যাও চলি
নির্ভয়ে নিভৃতে
হৃদয় উচ্ছ্বাসে

কার্ সাধ্য রোধি তব গতি ?
যত চলে যাবে,
আবেগ বাড়িবে,
শেষে হয়ে উন্মাদিনী
দিশে হারা, আত্মহারা,
প্রেমভরে, গাঢ় আলিঙ্গনে,
তুষিবে প্রাণেশে।
দোঁহে মিলে হবে এক
অপূর্ব্ব মিলন,
অদ্ভুত ঘটন।
হায় ! তাই ভাবি
দিবস রজনী
নিরমল নীরময়ী
ফণিনী গামিনী
তোমার মতন
প্রাণের আবেগ,
প্রেমের তুফান বইবে কবে ?
যবে ঢেউ খেয়ে শেষ
তলিয়ে যাবে, অতল জলে,
ঘুচ্‌বে আসা ভবে ॥

সরোবর ও বিটপী।

দ্বিতীয় প্রহর দিবা,
নিদাঘ সন্তপ্তা ধরা,
মার্ত্তণ্ড ময়ুখ-মালা,
জ্বলন্ত অনল শিখা,
বাড়ায় দ্বিগুণতর
প্রচণ্ড পবনে,
ঝলসে অবণীবক্ষে
জীব জন্তু গণে,
শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন
তৃষিত পথিকে।
হেন কালে হেরে যদি,
পথিক প্রবর,
অদূরে প্রসর সরঃ
নিরমল স্বচ্ছ তোয়
কিম্বা যথা তরুবর
প্রসারি বিশাল বাহু
ডাকে অহরহঃ

তুষিতে তৃষিত জীবে
বিদগ্ধ হৃদয়ে,
মিটায় পিপাসা বারিপানে,
স্নিগ্ধ দেহ তরুতলে
মারুত হিল্লোলে ॥
সুধাই তোমায় সরোবর।
ধর নীর নিরমল
নিরন্তর ঢল্ ঢল্
কর দূর অবসাদ
তৃষা নিবারণ
সুশীতল বারিদানে।
যে তোমার আসে কাছে,
কর তুষ্ট বারিদানে
অকাতরে সরল অন্তরে
যদবধি ধরহ জীবনে,
হেন দান সরলতা
নাহি হেরি অন্য কোথা।
সুধাই তোমায় সরঃ
কভু কি মিটাতে পার ?
হৃদয়ের তৃষা

আকুল পিয়াসা ?
তোমা হেরে হয় মনে,
সুসময়ে বন্ধু মিলে
অসময়ে অনেকে পলায় ।
বড় ব্যথা পাই প্রাণে
জীবন বিহনে
ত্যজিয়া তোমায় যবে
জলচর জীব সবে
কে কোথায় যায় পালাইয়ে,
কেহ না তাকায় তোমা পানে
শুষ্ক হৃদয়ে কাটাও নির্জ্জনে !
তখন তোমার দশা
আমার মতন,
তার সাক্ষী হের মোরে
মম হৃদি-সরোবরে
শুষ্ক মরুভূমি হেরে
কেহ নাহি চায় ফিরে,
যথা মধুহীন কোকনদে
ত্যজিয়া পলায় ষট্‌পদে ।
কে তুমি হে তরুবর !

মহতের পরিচয়
উদার হৃদয়
কাহার আদেশে
ধরাবক্ষে আছ দাঁড়াইয়া
অহর্নিশ হর ক্লান্তি
কর শ্রান্তি দূর
নিজ অঙ্কে দাও স্থান
আশ্রিত জনায়
হর ক্ষুধা, সুমধুর ফলে
নিবার আতপ
শ্যামল শীতল ছায়া দানে।
ওহে সুধাই তোমায়
সংসার মরুর
ভীষণ উত্তাপ
করে দগ্ধ নিরন্তর
মানব অন্তর
পার কি নাশিতে তার
হৃদয়ের তাপ?
তাহাতে অক্ষম যদি
নাহি ক্ষতি তায়

নমি তব পায়

ধন্য তুমি এ সংসারে,

দাও শিক্ষা নরে ;

যে করে তোমার শিরে

অস্ত্রের নির্ঘাত

তাহায় আপন অঙ্কে

দাও পুনঃ স্থান

সুশীতল ছায়াদানে ॥

সূর্য্য।

কে তুমি উঁকি মার
ঊষার পশ্চাতে?
ক্রমে ক্রমে দাও দেখা
সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর মাখা
রক্তিম বরণ
পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়
জগৎ-লোচন।

কে তুমি পরম সুন্দর
সুঠাম নধর
মনোমুগ্ধকর
বরণ উজ্জ্বল,
আঁখি বিমোহন,
জগত জীবন,
নমি তব পায়।

কে তুমি ? কার তরে
লইয়া সোণার থালা
প্রেম-পুষ্প ভরি ডালা
ধীরে ধীরে উঠ ওই
উদয় অচলে
পরাও সোণার হার
ধরণীর গলে।
নমি দেব তব পদতলে।

কে তুমি ?
প্রভাতে মধুর ছবি
কান্তি বিমোহন
মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মূর্ত্তি
ভীম দরশন,
দিবা শেষে ধর পুনঃ
প্রশান্ত মূরতি
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
উঠ অস্তাচলে
পাঠাও রজনী-নাথে
রজনী আইলে

ভূষিত করিয়া ধরা
রজত ধবলে
নমি দেব তব পদতলে।

যবে তিমির-বসনা ধরা
বদন বিষাদ-ভরা
তবে অদর্শনে,
ফেলে অশ্রু-ধারা
ছাড়ে প্রতপ্ত নিশ্বাস
হৃদয়ের দুখভার
করিবারে দূর তার
দাও দেখা পুনঃ ওই
সুনীল গগনে
সহাস্য বদনে॥
তোমার বিরহে কমলিনী,
পতি সোহাগিনী
মুদে আঁখি
ফেলে অশ্রু
সারাটী রজনী।
প্রেমের বিরহ

বড়ই দুঃসহ,
মিলন তাহার
অতি সুখকর,
তাই বুঝি তুমিহে প্রেমিক
দাও দেখা
প্রাণ সখা
ঊষা সমাগমে,
নলিনীর মান তুমি
করহ ভঞ্জন ;
আসি ধীরে ধীরে
খুলি তার মুখ আবরণ
সুধার অধরে কর
মধুর চুম্বন ॥
এ বটে, প্রেমের খেলা
প্রেম-পরিচয়
এ প্রেমে জগৎ মুগ্ধ
জানিহে সুজন।
কিন্তু যবে হেরি তোমা
সবিস্ময়ে
পুলকিত চিত্তে

তরুণ অরুণ ভাতি
প্রেমময় পূর্ণ জ্যোতি,
সে প্রেমের কি দিব তুলনা
অতুলনা জগৎ মাঝারে।
কে তুমি ?
কার আজ্ঞা ধরি শিরে
নিত্য দাও দেখা
নাশহ তিমির
কর রক্ষা
স্রষ্টার সুন্দর সৃষ্টি
এ বিশ্ব সংসার
শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি
মেঘের গর্জ্জন
ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত
ভীম প্রভঞ্জন
অকাতরে সহ কত
তুমি হে তপন।
নমি দেব তব পায়
বড়ই কৌতুক
জানিতে বাসনা,

যাঁহার প্রভায়, প্রভা
তোমার এমন
সে জন কেমন ?
যে দিয়াছে তোমায়
এ রূপ মনোহর
সে জন কেমন বল
ওহে গ্রহেশ্বর।
যাঁর তেজে এত তেজ
ধর জ্যোতিষ্মান্
সে কেমন তেজিয়ান্
বলহে মহান্।
ওহে তমোপহ!
পার কি নাশিতে তুমি
অন্তরের তম ?
শুন হে মিহির
পার যদি ঘুচাও তিমির
রাখ কথা অভাগার
এ মিনতি করি বার বার॥

পর্ব্বত।
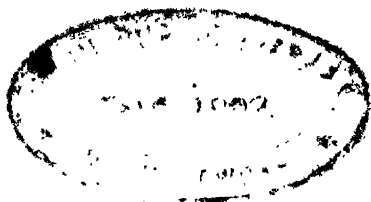
অভ্র ভেদী
দেব আত্মা,
অচঞ্চল,
প্রলম্বিত শুভ্র কেশ দাম,
মূরতি গম্ভীর
অতিকায়,
কে তুমি মহান্ ?
দৃঢ় কলেবর,
স্থির নেত্র,
কার আজ্ঞা ধরি শিরে
ধরা বক্ষে
উন্নত গ্রীবায়
আছ দাঁড়াইয়া
জগতের কার্য্যাকার্য্য
কর নিরীক্ষণ।
তব বক্ষে
নবীন নীরদে

করে খেলা সৌদামিনী,
রজত মেখলা প্রবাহিনী
ধায় পতির উদ্দেশ্যে
মহোল্লাসে।
শোভে নানা তরুরাজি,
গায় পিকবর,
সুমধুর স্বরে,
দুর্দ্দান্ত আরণ্যজীব,
নির্ভয় হৃদয়ে
করে বিচরণ।
দাও স্থান তব হৃদে
হে মহান্?
মুনীন্দ্র যোগিন্দ্রগণ
ধ্যান মগ্ন নিরন্তর
হর ক্ষুধা সুধাময় ফলে
নিবার আতপ
শ্যামল বিটপী ছায়া দানে।
হে উদার!
করুণা আধার
ভাল মন্দ না কর বিচার

উচ্চ নীচে সমভাব
নিজ অঙ্কে দাও স্থান।
কে তুমি ? ঊর্দ্ধনেত্র
প্রশান্ত গম্ভীর
ভীতি-ভক্তি যুগপৎ
মানসে উদয়
হেরিলে তোমায়।
যবে ধবল মুকুট শিরে
জলদ গম্ভীর স্বরে
হুঙ্কার জগতে
দাও শিক্ষা নরে,
সুসময়ে অহঙ্কার
যে করে মানব ছার
মানব নামের যোগ্য নয়।
দেখাও তাহারে ;—
কমলিনী প্রমুদিনী
যামিনীযোগে কাঁদে,
মুদে আঁখি কুমুদিনী
নিশায় বিকাশে।
কেহ হাসে,

কেহ কাঁদে,
হাসা, কাঁদা ভবলীলা খেলা।
কেহ উঠে,
কেহ নাবে,
চক্রবৎ ঘুরে ফিরে
এ সংসারে।
বল বার বার ;—
"ওহে নর
প্রমত্ত-বারণ প্রায়
উন্মত্ত ধরায়,
শুধু কর "আমার" "আমার"
মায়ার বন্ধনে,
ঘোর অন্ধকারে
মিছে কাজে কাটাও সময়।
নলিনী দলগত
চঞ্চল জীবন
দিন দুই চারি তরে
বিভোর বিষয়-মদে,
ছেড়ে যাবে এ সংসারে
ভাব না কি তায় ;

দারা পুত্র কোথা রবে,
এ দেহ বিলয় হবে
মাটিতে মিশায়ে যাবে
মাটীর শরীর।"
একমাত্র মানবের
গৌরব পতাকা ;—"কীৰ্ত্তি"
অটুট অক্ষয় ধরাধামে।

সমুদ্র।

অসীম অনন্ত
প্রসারি দিগন্ত,
সুনীল বিশাল,
মূরতি ভয়াল,
ঘেরিয়া বসুধা,
কলকল নাদে
কাহার মহিমা
করহ ঘোষণা অবিরাম ?
স্তব্ধ আঁখি,
রুদ্ধ বাক্,
সবিস্ময়ে
পুলকিত চিতে
হেরি তোমা
কভু স্থির, প্রশান্ত সুধীর,
কভু মূরতি ভীষণ
বীচি বিক্ষোভিত
করাল কবল

গ্রাসিতে উদ্যত যেন
সমগ্র জগৎ।
কে তুমি অসীম
কে রচিল
তোমার এ কলেবর,
বিশাল লবণময়
তোমা হেরে
পড়ে মনে,
মৃণাল কণ্টকময়
সুরভি কুসুমে
কীটের আশ্রয়
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী
বুঝিতে না পারি।
তরুণ তপন
সোণার বরণ,
কভু খেলে তব বক্ষে,
কভু শশধর
ছড়ায়ে কৌমুদীরাশি
নিশায় প্রকাশে
করে ক্রীড়া নানারঙ্গে,

কর প্রসারিয়া
প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গনে
তুষ তায়।
প্রিয়তমা তরঙ্গিনী
পতি সোহাগিনী
হেলিয়া দুলিয়া
নাচিতে নাচিতে যবে
আসে তব পাশে,
হে প্রেমিক
নিতান্ত অধীর
দোঁহে মিলি হও এক
যুগল মিলন
অপরূপ
নাহি হেরি অন্য কোথা।
ওহে নীলাম্বু বিশাল
অনন্ত অপার,
তব হৃদে দাও স্থান
মকর, হাঙ্গর, নক্র
হিংস্র জলচর ;
কত রত্ন সংখ্যাতীত

নিহিত তোমার গর্ব্ভে,
উগারয় হলাহল
তবু "রত্নাকর" নাম
খ্যাত চরাচরে।
কে তুমি অনন্ত
প্রসারি দিগন্ত
কলকল নাদে
উচ্চৈঃস্বরে
ডাক অকাতরে,
জাগ্রত করহ নরে
প্রমত্ত ধরায়
বুঝে সে তখন
জীবন প্রবাহ
ধায় অহরহঃ
কাল সিন্ধু পানে
ফিরাবার নয়
মাজি যদি না হয় আনাড়ি
রাখে বশে ছয় দাঁড়ি
সুবাতাসে তুলি পাল
ভাসাইয়া দেহতরী

সুখ, দুঃখ, ভালবাসা
হাসি কান্না তায় মেশা
সব পরিহরি
ছেদিয়া মায়ার পাশ
পার হয় পারাবার
রক্ষা করে ভবের কাণ্ডারী ॥

জন্মভূমি।

রেখ মা তনয়ে মনে,
এই ভিক্ষা যাচে দাসে,
অকৃতী অধম বলে
ভুল না আমায়
লয়েছি বিদায়।
এসেছি অর্থের আশে,
বহুদূর পরবাসে
প্রতি পলে আয়ুক্ষীণ
হীন বল দিন দিন
তবুত ছাড়ে না ওই
আশা কুহকিনী,
জীবের পরম গতি
মৃত সঞ্জীবনী,
মন্ত্রমুগ্ধা করে যেন
রেখেছে মেদিনী।
তাহার ছলনে হায়
আর কত কাল

কাটাইব এই ভাবে,
ঘোর অন্ধকারে।
জানি না কি আছে [illegible]লে,
আর কি যাইব ফিরে
হেরিব আবার তোমা
জুড়াব তোমার অঙ্কে
তাপিত পরাণ ?
বাসনা যা জাগে হৃদে
খেদাইয়া দেয় দূরে তারে
হতাশ পবনে,
কোন্ দিন দৈববশে,
যাবে নিয়ে কুবাতাসে
জীবন প্রদীপ
মুদিবে নয়ন দুটী
খুলিবে না আর
অন্তিমে হবে না দেখা
তাই ভাবি হায়
মরমে মরম ব্যথা
রহিবে নিশ্চয়
যথা অম্বুবিম্বচয় অম্বুতে মিশায়॥

পৃথিবী।

দোলাইয়া কেশ দামে,
উচ্চ কুচগিরি ভারে,
লজ্জাবতী, বিনম্রবদনা,
অনন্ত যৌবনা,
রজত মেখলা
শ্যামাঙ্গিনী বিম্বাধরা বামা,
যেন হয়ে উন্মাদিনী
তীব্রবেগে উর্দ্ধশ্বাসে,
পূর্ণব্রহ্ম, তেজোময়,
অনন্ত জ্যোতিঃর লীলাভূমি,
জগতলোচন,
জগত জীবনে,
রাখি কেন্দ্রস্থলে,
ধাইতেছ মহোল্লাসে,
চৌদিকে তাহার অবিরাম॥
স্রষ্টার সুন্দর সৃষ্টি
অদ্ভুত কৌশল,

অপার মহিমা,
করিছ ঘোষণা,
দিবস রজনী।
ঘোর যবে শূন্য পথে,
বরষি সুধার ধারা,
বারিদ প্রবর,
তব অঙ্গ করে সুশীতল।
ফুল্ল ফুলদল,
সহাস্য বদন,
প্রাণের সুরভি যত
দিয়া অকাতরে
পাঠায় পবনে,
তুষিতে তোমায়
করে দূর অবসাদ,
কথাটী না কয়ে।
গায় বিভুগুণ গান,
পিকবর,
সুমধুর স্বরে
ঢালে সুধা শ্রবণবিবরে।
সৌদামিনী সুহাসিনী

মেঘ অন্তরালে
উঁকি মারে,
গগন গবাক্ষ খুলে,
চকিতে ধাঁধিয়া
ধাতার সকাশে
জানায় বারতা।
মাঝে মাঝে হেরি তোমা',
তিমির বসন পরা
বদন বিষাদ ভরা,
গলিত চিকুর ভারে
কাঁদ অনাথিনী
কাটাও মনের দুঃখে
সারাটী রজনী।
কখন তোমায় হেরি
কৌমুদী বসনা,
অতি মনোহরা
হেরিয়ে গগনে শশী,
অধরে মধুর হাসি,
যামিনী, মানিনী,
তার বদন ধরিয়া

দোঁহে মিলি, কর ক্রীড়া
কৌতুকে মাতিয়া
ধাও ধনি ! ধাও অবিরাম
ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত,
ভীম প্রভঞ্জন,
জলদের ভীষণ গর্জ্জন,
জিম্তোলির' ঘোর নির্ঘোষণ
উত্তাল তরঙ্গময় জলধি দুর্ব্বার,
শ্বাপদ সঙ্কুল অতীব ভয়াল
নিবিড় কান্তার,
প্রচণ্ড প্রতপ্ত
সিকতা সজ্জিত মরুভূমি,
দারুণ উত্তাপ,
সহিতেছ অনিবার
করি তুচ্ছ জ্ঞান।
ভাল, মন্দ সুখ দুঃখ
পাপ, পূণ্য, তোমায় জড়িত,
করি অতিক্রম
যে যায় চলিয়া
লভে সে "পরমানন্দ"

দুর্লভ রতন।
সুধাই তোমায়,
ধৈরযা সজনী, কোমলপরাণী,
মাঝে মাঝে উঠ কেঁপে
কেন নিতম্বিনী ?
একি তব শঙ্কার কারণ
রমণীর স্বভাব সুলভ
পরাণ কোমল
সহজেই ভয়ে থর থর।
(কিন্তু) এ নহে তোমার,
ভয়ের কম্পন,
এ তোমার প্রাণের আবেগ,
হৃদয় উচ্ছ্বাস
যাঁর শক্তি ধরি হৃদে
ঘুরিতেছ শূণ্যপথে
তাঁহারই প্রগাঢ় প্রেমে
হইয়া বিভোরা
উঠহ কাঁপিয়া
কোমল হৃদয়া॥

আকাশ।

হেরি ঊর্দ্ধে
বিশ্বব্যাপী,
অসীম অনন্ত,
মূরতি প্রশান্ত,
লোচন লোভন,
ত্রিদিব শোভন
পরম সুন্দর
মনোমুগ্ধকর
হীরক খচিত,
নীল চন্দ্রাতপ।
হেরিলে তোমায়
উদাস হৃদয়
স্থির, স্তব্ধ,
ভাবে মুগ্ধ,
রুদ্ধ বাক্, অচঞ্চল।
কভু নীল, রক্তিম বরণ
কভু শুভ্র, কৃষ্ণ ঘন

নানারাগে সুরঞ্জিত
নিবিড় জলদাবৃত
ক্ষণপ্রভা করে খেলা
নিভায়ে আলোকমালা
বাড়ায় তিমিরে,
মুচকি হাসিয়া যায় চলে
করে উপহাস রজনীরে।
কভু বা মেঘের আড়ে
লুকায়ে মূরতি
প্রকাশে কপট কোপ
পথিকের প্রতি।
তবোপরি বসি,
কুমুদ-বান্ধব শশী
ছড়ায় জোছনারাশি
হাসায় যামিনী,
বিতরে সুধার ধারা,
হয়ে আত্মহারা
প্রেমে মাতোয়ারা।
বড় ভাল বাসে তাই,
তোমাতে প্রকাশ,

প্রভাতে মধুর রবি
বিশ্ব বিমোহন ছবি,
হিরণ্ময় জ্যোতি
করে বিতরণ,
জাগ্রত করয়ে জীবে :
নিদ্রিত নিশায়।
কে তুমি অসীম অনন্ত,
মূরতি প্রশান্ত,
সুচারু সুন্দর
কে রচিল তোমার
এ তনু মনোহর
ধন্য সেই কারিকর ;—
অব্যক্ত, অব্যয়, পূর্ণ
ব্যক্ত চরাচরে
প্রকাশ তোমাতে ॥

পুষ্প।

দেব তুষ্ট
আবাল বনিতা বৃদ্ধ
সুজন, দুর্জ্জন হৃষ্ট
পাইলে তোমায়
ধন্য এ ধরায়।
মনোরমা, সুকেশিনী
বামা বিনোদিনী,
বেষ্টিয়া কবরী যবে
রাখে শিরোপরে
করে শোভা সংবর্দ্ধন
আঁখি বিমোহন,
কভু রূপসী, উরসি' পরে
সাদরে তোমায় দেয় স্থান
কি আর অধিক চাও
এর চেয়ে মান ?
পবিত্র তোমার প্রেম
প্রকাশ তোমাতে

দাও তার পরিচয়
প্রাণের সুরভি যত
ঢালি অকাতরে
সুকোমল, অঙ্গে তার
কর প্রীতি দান।
তোষ বিধিমতে
বিলাসিনী মানস-রঞ্জিনী।
চরিত্র তোমার
কি কব তাহার
অতীব নির্ম্মল
তোমার তুলনা তুমি
জগত মাঝারে
নাহি হেরি অন্য কারে।
তরুণী রমণী স্পর্শে
সহজে শিহরে তনু
কলুষিত পুরুষ পরাণ
বশীভূত রিপুর প্রধান।
বিগলিত হৃদয় তাহার
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি থাকে জ্ঞান।
কিন্তু তোমার অন্যভাব

নাহি হেরি চিত্তের বিকার,
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র শ্রেষ্ঠ
তুমি হে মহান্
প্রকৃতি উদার
রূপগুণে মনোহর
সহাস্য আনন্দ প্রেমময়।
সর্ব্বাঙ্গে সুরুচিমাখা
মধুরতাময়
কোমল হৃদয়
সৌরভে মাতাও প্রাণ
জগত জনার।
যদিও জনম তব
অনিত্য সংসারে
সুপবিত্র সুখ ধাম
ত্রিদিব আলয়
মনে লয় তব যোগ্য স্থান।
অমর-বাঞ্ছিত তুমি
নিত্য শুদ্ধ জানি আমি
তাই তব অধিকার,
উঠ গিয়া দেবের মাথায়,

হেরি হয় প্রফুল্ল অন্তর
হেন ভাগ্য বল কার
যার হয় তুলনা তোমার
অভিমানে তাই "মণি"
দুর্লভ রতন
ত্যজি লোকালয়
গোপনে খনিতে বুঝি
তাই করে বাস ?
কোথা তার কোমলতা
প্রেম বিবর্জ্জিত,
বিহীন সৌরভ
লজ্জায় আনত মুখ
তোমার নিকট।
তোমাতে যে কীটের আশ্রয়
সে কেবল ধাতার কৌশল
উদ্দেশ্য মহৎ
ভালমন্দ একাধারে
এ সংসারে।
তোমার সঙ্গমে
নির্গুণ অধমে

যায় তরে
দেখাও ধরায়
দৃষ্টান্ত তাহার
তাই এত
আদর তোমার।
বিশুষ্ক বিবর্ণ দেহে
ত্যজ যবে তনু
তথাপি তোমার গুণ
গৌরব গরিমা
করিবে ঘোষণা চিরকাল।
অটুট অক্ষয় হেরি তায়
দেহ অন্তে রেখে যাও যায়।
হায়! তোমার মতন
হবে কি কখন
কলুষ কালিমা মাখা
পরাণ আমার
ঘুচিবেক ঘোর অন্ধকার।
হবে নির্ম্মল স্বভাব
পবিত্র হৃদয়
হেরিব এ বিশ্ব প্রেমময়॥

নক্ষত্র

পার কি বলিতে
কে আছ মহীতে
সুনীল গগন ভালে
কে উহারা জ্বলে ?
লুকায় দিবসে
নিশায় বিকাশে
বেষ্টিয়া শশাঙ্কে চৌদিকে ॥
কেহ বলে মাণিক সুন্দর
কেহ বলে হীরক উজ্জ্বল,
কেহ বলে কনকের ফুল,
সুবিশাল নীল চন্দ্রাতপে
রয়েছে খচিত
হয়ে উজলিত।
কেহ বলে নিশা সমাগমে,
নিজকরে, দেয় জেলে
ত্রিদিব আলোক মালা
প্রফুল্ল অন্তরা সুরবালা,

কেহ বলে, অপ্সরী, কিন্নরী
নৃত্যপরা বিম্বাধরা
বিদ্যাধরী বালা
তুষিতে বাসব বাঞ্ছা
শচী মনোরমা
নন্দন কানন হতে
তুলি পারিজাত
লয়ে হাতে করে খেলা
কৌতুকে মাতিয়া
হরে মন প্রাণ।
কিম্বা কম কুমুদ কলাপ
প্রাণের আবেগে
হৃদয় উচ্ছাসে,
ত্যজি মর্ত্ত্য সরোবরে
তুষিতে তৃষিত চিতে
হৃদয় বল্লভে
ঘেরিয়া চৌদিকে তার
রয়েছে ফুটিয়া
দিগন্ত ব্যাপিয়া
প্রসর স্বরগ সরে॥

অথবা পূতাত্মা নর
ধার্ম্মিক প্রবর
ত্যজিয়া নশ্বর ধাম
পুণ্যফলে পুণ্যধামে
বসি উচ্চ সিংহাসনে
সুমধুর আলাপনে
ধর্ম্মের মহিমা
গুণের গরিমা
করিছে ঘোষণা চিরকাল।
যে যাহা বলুক
নাহি ক্ষতি তায়,
যা বুঝেছি তাই ভাল
কারে বা সুধাই বল
"বিজ্ঞানের" পাণ্ডিত্য বিস্তার
না লাগে ভাল আমার
বিশ্ব উদ্ভাসিত যার
রবি-করোজ্জ্বলে,
প্রশান্ত মূরতি ব্যক্ত
পূর্ণ শশধরে
যাঁর হাস্য পরকাশ

বিকচ কুসুমে,
প্রেম মধুর সৌরভে
সুশীতল সমীরণ
জুড়ায় জীবনে,
যিনি অবিনাশী,
স্থির, শুদ্ধ, গম্ভীর জলধি,
অচল, অটল হিমাচল
আকাশ স্বরূপ নিরমল
নিত্য, শুদ্ধ, চিদানন্দ
চিন্তাতীত, জ্ঞানাতীত
অনন্ত অপার
তাঁহারি মহিমা লেখা
সমুজ্জ্বল হীরক অক্ষরে
সুনীল সবুজে
সুমহান্ মরকতে
(কিম্বা) নিকষ উপলে ॥

অভাব।

স্বভাবে অভাব
সদা নাই নাই
এই চাই ওই চাই,
ওই রবি দিবসে বিকাশে,
শশী সুনীল গগনে হাসে
ছড়ায় জোছনা রাশি
সাজায় যামিনী শ্বেতবাসে ;
ওই সমীরণ
বহে অনুক্ষণ,
জুড়ায় জীবন ;
বিমল গগন-বারি
ধরা অঙ্গ করে সুশীতল
কলস্বনা স্রোতস্বতী
ধায় অবিরাম
কহিতে বারীশে যেন
সংসার বারতা
জানাইতে ধাতার সকাশে ;

ফুল্ল ফুল দল
বিতরে সৌরভ ;
পিকবর সুমধুরস্বরে
ঢালে সুধা শ্রবণ বিবরে
সদা মত্ত বিভুগুণ-গানে ।
আছে দাঁড়াইয়া
গ্রীবা উত্তোলিয়া
উন্নত, ভূধর অচঞ্চল
জগতের কার্য্যাকার্য্য
করে নিরীক্ষণ ;
বিশাল ভয়াল
নীলাম্বু জলধি,
রেখেছে বেষ্টিয়া
শস্য পূর্ণা, শ্যাম শোভা
হাস্যময়ী ধরা ;
দেখি যদি আঁখি মেলি
যা চাহি আছে সকলি,
কভু কি বাসনা চিতে
করি কি রতন পেতে
কাচ পেয়ে ভুলে থাকি

কষিত কাঞ্চনে।
হৃদয়ের তৃষা
আকুল পিয়াসা
জাগে কি পরাণে
পাইতে, সে ধনে ?
করি শুধু, নাই নাই,
এই চাই ওই চাই,
করি শুধু হায় হায়
এ বড় বিষম দায়,
নিত্য ত্যজি, অনিত্য কামনা
শুধু বিষয়-বাসনা
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা,
মিটেনা মিটেনা,
আশার পবনে হায়,
লালসার দীপ্ত হুতাশন
বাড়িতেছে অনুক্ষণ
কিছুতেই নিবেনা নিবেনা॥

প্রেম ও ভক্তি।

কে তোমরা দুটী
ভাই ও ভগিনী
অভিন্ন হৃদয়
যুগলে পুলকে দিবস, রজনী
রহ এক ঠাঁই।
কে তোমরা
আলোয় মিলায়ে যাও,
আঁধারে ফুটিয়া উঠ
কে তোমরা বাসনা বর্জ্জিত,
নিত্য, নব, পূর্ণ, শুদ্ধ,
ভকত জীবন,
ভকত শরণ
ভকত তারণ,
কর মুক্ত বদ্ধ জীবে
সংসার গারদ হতে
লয়ে যাও ভক্ত জনে
সুপবিত্র শান্তি নিকেতনে,
দেখাও মহিমা অপার করুণা।

ধর্ম্ম।

এসেছ; বেশ করেছ
থাক দিন কত,
ভাঙ্গা ঘরে,
দোঁহে মিলে,
থাক্‌বো মহাসুখে।
রজনীতে. বাহিরে গিয়ে
দেখ্‌বো চাঁদের হাসি
লুট্‌বে ধরা,
সুধার ধারা,
চাইবে কতক নিশি
মৃদুল মধুর
শীতল বায়,
লাগ্‌বে য'বে কায়,
বল্‌বো তারে
মধুর ভাষে
লুটিয়ে দিতে তার
সৌরভ ভাণ্ডার।

আস্‌বো ফিরে, দু'জনায়
শোব ভাঙ্গা ঘরে,
নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে,
মাথা দিয়ে অকাতরে,
সক্কাল্ সকাল্
উঠ্‌বো মোরা
ঊষার হাসি
পরাণ ভরা
দিন দুপুরে,
সাঁজ সকালে,
দেখ্‌বো রবির খেলা
নিত্য ভবের মেলা।
শেষে সাঁজের বাতি
নিবিয়ে দিয়ে
যাব তোমার সনে,
ফির্‌বো না আর ভাঙ্গা ঘরে
থাক্‌বো দোঁহে মিলে।
ঢেউ খাওয়া সব যাবে ঘুচে
কাট্‌বে মহা সুখে।

ঈশ্বর।

ভাবের ঘরে
সিঁদ কেটেছে
পালিয়েঁ গেছে কোন্ জন ?
তারে ধর্‌বো বলে
আছি বসে,
তাই ভাবি অনুক্ষণ
দিন চলে যায়,
মিছে কাজে,
রাত্রি কাটে ঘুমে,
কেমন করে
ধরবো তারে,
উপায় দাও বলে।
ধরতে গেলে
যায় পলায়ে,
ছুট্‌তে নাহি পারি,
শেষে আসি ফিরে
হতাশ হয়ে
গোলক ধাঁধায় ঘুরে।

চোক্ থাক্‌তে, অন্ধ হয়ে,
বসে আছি ভবে,
এমন বিষম সাজা কভু
দেখেছে কে কবে ?
চোকের পরদা গেলে ঘুচে,
দেখতে পাব তারে
ছাড়্‌বনা তায়
বাঁধবো কশে,
পূরবো গারদ্ ঘরে।
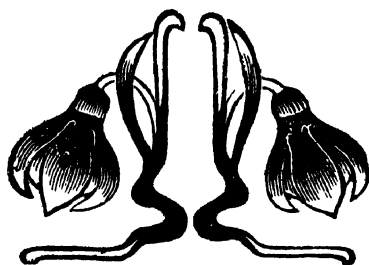
ব্যাকুলতা।

যেওনা যেওনা চলে,
থাক মোর কাছে
ছাড়িতে তোমায়,
পরাণ না চায়,
থাক্‌লে কাছে থাকি সুখে,
প্রেমের তুফান্‌ বয় হৃদে।
আস্‌বো বলে,
রয়োনা ভুলে,
থাক্‌বো পথ চেয়ে
বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল
তোমায় না পেয়ে।
তাই বলি হে
যেওনা চলে,
থাক মোর কাছে,
যে কটা দিন আছ
তোমায় পেলে, পাব তাঁকে
তাই বলি হে থাক কাছে,
রাখ কথা অভাগার

পায়ে পড়ি বার বার
দোঁহে মিলে থাক্‌বো সুখে,
প্রাণভোরে ডাকবো তাঁকে।
থাক্‌বে কোথা
দেবে দেখা,
সেজন হৃদয়-সখা,
রয়েছে হৃদয় মাঝে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

দুটোয় মিলে করে গণ্ডগোল,
বড়ই বিপদ।
বিভিন্ন মূরতি,
বিভিন্ন প্রকৃতি ;—
একে হেরি
সুনীতি সুমতি
অন্য জনা কুনীতি, কুমতি
আলোয় আঁধারে,
দাড়ায় তিমিরে,
নশ্বর সংসারে,
বুঝিয়া না বুঝে নরে।
যে যায় চলিয়া,
"নিবৃত্তির" পথে
ত্যজিয়া "প্রবৃত্তি"
ধায় অবিরত,
ধন্য! সেই পুরুষ রতন
সার্থক জনম তার সার্থক জীবন।

অপূর্ব্ব মিলন।

জোর যার

জয় তার,

দুর্ব্বলের পরাজয়

এই বিধি, নিরবধি

হেরি চিরকাল।

সদা তুমুল সংগ্রাম,

করে তোল পাড়,

এ সংসার অনিবার।

পূর্ণ জ্যোতিঃ ;—

"বিবেক" "বিজ্ঞান"

নাশিয়া তিমির

পাইছে বিকাশ।

হেরি পুনঃ

"মহা মোহ"

ভীষণ আঁধার

করিছে বিস্তার।

শত্রু, মিত্র, সমভাব

দূরে যায়, দ্বন্দ্ব কোলাহল,

ধরা হয় সুখের আলয়,
এরা যবে মিলে হয় এক।
এ মিলন, যে করে সাধন
বিনা সাধনায়
না মিলে সে জন।
জগত-জীবন,
জগত-মোহন
জগত-শরণ
জগত-তারণ।

ভক্তিমার্গ।

"ভাবার" চেয়ে
ঠাওরেছি এক
কর্‌বো এবার ভাই,
স্রোতের জলে,
ভাসিয়ে তনু,
দেখ্‌বো কোথা যাই।
এ যদি হয়
সহজ উপায়,
ভাব্‌ব না'ক আর,
ভাবার চেয়ে
ভাসা ভাল,
"আমার" চেয়ে
"তুমি" ভাল,
হাসার চেয়ে
কাঁদা ভাল,
পাকার চেয়ে
কাঁচা ভাল,
আলোর চেয়ে

আঁধার ভাল
কাল রূপে মজ্‌বো ভাল,
নয়ন মুদে
দেখ্‌বো মাকে,
তুচ্ছ জ্ঞান হবে ভবে।
সময় যদি, লয় কিছু
দিন কত আগু পেছু,
তায় কি ক্ষতি ?
আসল জায়গায়
পঁহুছে দেয় যদি।

মুমুক্ষু ব্যক্তি।

খেয়া ঘাটে,
আছে বসে,
ভাবচে নিশি দিন।

কেমন করে
পার হবে
উপায় বিহীন।

হেন কালে
কাছে এসে
কহে মৃদু ভাষে,

"আমরা দুটী যমজ ভাই"
থাকি এক ঠাঁই
আসি এই খেয়া ঘাটে
জীবকে তরাই।
ভাবনা কিসের ?
আমরা দুজন
লয়ে যাব তোমায়,

চোক্ চাইলে
বড়ই বিপদ
ঘট্‌বে পথের মাঝে।

তাই বল্‌চি
চোক্ দুটীতে
কাপড় বাঁধ কশে,

কাঁধে করে
লয়ে যাব
ফেল্‌বো পরপারে।

সুখ, দুঃখ,
মায়ার অতীত,
সে সংসারে।

তখন তোমার
খুল্‌বে চোক্
দেখ্‌তে পাবে তথা।

দুটী বামা অনুপমা,
আছে বসে আলো করে
সহাস্য বদনা।

"শান্তি", মুক্তি"
জীবের চরম গতি
মোক্ষ-প্রদায়িনী॥

সুখ ও দুঃখের অতীত অবস্থা

দাঁত থাক্‌তে,
দাঁতের কদর,
বুঝা নাহি যায়।

সুখের সময়
দুঃখের দশা,
মনে নাহি হয়।

দিনের বেলায়
চাঁদের আলো,
কে করে আদর?

রেতের বেলায়
তাহার হাসি
মধুর সুন্দর।

দিন, রাত,
সুখ দুঃখ
করে আনাগোনা,

আলোর বাহার আঁধারেতে
সুখের মজা
দুঃখ জানে।

তাই বলি,
দুঃখের বোঝা
সুখের কাছে,
ফেলে নিয়ে গিয়ে

শেষে দুটোয় ফেলে
যাও চলে,
ডঙ্কা বাজাইয়ে।

দ্বেষ ও হিংসা।

ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই,
বিবাদ বিচ্ছেদ,
ধর্ম্মের উপর
অধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ,
হেরি নিত্য, এ সংসার
করে ছারখার।
তাহার উপর,
ভীষণা রাক্ষসী এক,
করে অত্যাচার নিরন্তর।
পাপের অনল, বাড়ায় ভীষণতর
তারই সহোদর
দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয়।
ধন্য! সে মহীতে
এদের নাশিয়া
সে অনল, যে পারে নিভাতে।
হয় ধরা সুখ শান্তিময়
আনন্দ আলয়।

সদনুষ্ঠান।

ফেল দূরে ওই
"আবরণ মায়ার"
ঘুচিবে ঘোর
অন্ধকার।
করোনা করোনা
"আমার" "আমার"
বলোনা বলোনা
"এ আমার"
"সে তোমার।"
ভেবনা ভেবনা,
"কর্ত্তব্য" সে কাজ
যে কাজ করিতে,
পাও তুমি লাজ।
বল মুখে সদা
স্বভাবে তোমার
করায় সে কাজ।
ত্যজি মন্দ,
কর ভাল,

হেরিবে হৃদয়ের আলো,
ত্যজিয়া দুটোয় শেষ
ভজ সেই "নিত্যাতন্দ"
পাইবে পরমানন্দ।
বল মুখে সদা
জয় "ধরমের" জয়
অধর্ম্মের নিত্য পরাজয়।
মিথ্যারে ত্যজিয়া
কর সত্য অনুষ্ঠান
পাবে পরিত্রাণ
আসি তব কাছে
দিবে দেখা
"পুরুষ মহান॥"

মা আমার।

এ কে বামা ?

অনুপমা অতি মনোরমা

বিমুক্তকুন্তলা, সহাস্যবদনা

অনন্ত যৌবনা,

স্থিরা, স্তব্ধা

(অথচ) অতীন্দ্রিয়া

ত্রিগুণ অতীতা,

দেহ মন বহির্ভূতা,

মায়া বিবর্জ্জিতা,

সুখদা, মোক্ষদা,

সারদা, বরদা, অভয়া, অপর্ণা

ভবানী, ভৈরবী, শিবানী, শঙ্করী

জননী ;—"ভুবনেশ্বরী,"

তনয় তোমারি ভবার্ণবে ডরি,

কাঁপে থর থরি

যাবে তরি,

দেহ পদ-তরী ॥

পরম পিতা।

তুমি যে কেমন,
দেখিনা কখন
কোথা ও হে
"শ্রীমধুসূদন".
ত্রিলোক তারণ
জগত কারণ
জগত পালন,
জগত নাশন,
জগত জীবন
জগত শরণ,
বিশ্ব বিমোহন
পাপ বিমোচন,
শঙ্কট হরণ,
ডাকিছে কাতরে,
ব্যাকুল অন্তরে,
তোমার নন্দন।
জানি অন্তর্য্যামী
যে তুমি, সে আমি।

তথাপি তোমায়
খুঁজিয়া না পাই,
ভবার্ণবে শুধু
হাবু ডুবু খাই।
তরঙ্গ হেরিয়া
আতঙ্ক হৃদয়
ক্ষণেকে উদয়
ক্ষণেকে বিলয়,
দেখেও দেখিনা
বুঝেও বুঝিনা।
তুমি অনাদি অনন্ত
স্থির, স্তব্ধ,
মূরতি প্রশান্ত,
বিশাল বারিধি রূপে
আছ বিদ্যমান
ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমান।

প্রার্থনা।

করোনা বঞ্চিত,
দিও কিঞ্চিৎ জননি!
যাচে অকিঞ্চন।
চাই নাই উচ্চপদ,
তুচ্ছ ভাবি তায়,
নাই চাহি কাঞ্চন রতন,
শুধু মাগি ও রাঙ্গা চরণ।
ধর্ম্মে যেন থাকে মতি,
অধর্ম্মে সদা বিরতি,
হৃদয়ে দাও মা বল
শুদ্ধমতি অচঞ্চল।
"মহাকাল"
নির্গুণ নিষ্ক্রিয়
শবরূপে শিব হয়ে
আছে পড়ে, তব পদতলে,
মায়া আবরণে।
অশিব নাশিনী
শ্যামাঙ্গিনী

কাল ভয় নিবারিণী
ব্যক্ত ভাবে,
জগত জননী রূপে
আছে দাঁড়াইয়া,
সৃষ্টি, স্থিতি বিনাশিনী
শক্তিরূপা সনাতনী।
সেই "মহাকাল" এলে
যাই যেন, হেসে খেলে
যাবার সময়
"মা", "মা" বলে।
দিও পদ-তরণী
ভবের তারিণী।

পাপের প্রতি পুণ্যের উক্তি।

আবার দেখা
সাগর-কূলে,
বল দেখি কোথায় ছিলে,
কোথা থেকে এখন এলে ?

ভেবেছিনু তোমায় আমায়
আর দেখা হবে না,
ভেবেছিনু তোমার সনে,
আমার সেই শেষ দেখা।

ওহে বেশ করেছ,
এসেছ আবার,
করি দোঁহে খেলা-ধূলা,
তুমি আমার পুরাণ সখা,
নূতন হয়ে এসেছ,
নূতন সাজে, নূতন ভাবে
আবার দেখা দিয়েছ।

ওহে জান্‌তে যদি পারি,
তোমার আগে যাব আমি,
থাক্‌বে পড়ে পিছে তুমি,
পারের সময়, তোমার সনে
কর্‌বো শেষের কোলাকুলি।

'ওহে আর কত বার,
কর্‌বে আনাগোণা,
এবার যদি এস হেথা,
আমার সনে, তোমার দেখা
আর্‌ত ভাই হবেনা।

একমন্ত্র।

হয়োনা হতাশ,
ফেলিও না প্রতপ্ত নিশ্বাস,
কেঁদনা কাতর রবে
বলো না'ক এই ভবে
বৃথা জন্ম বৃথা এ জীবন।

হও বদ্ধ পরিকর,
সাহসে করহ ভর,
ফেল দূরে,
মোহ আবরণ।
অনিত্য বাসনা,
করহ বর্জ্জন,
হারিও না বিশ্বাস রতন,
ভাবিও না দুর্ব্বল কখন।

বুঝিবে যখন,
তুমি নিত্য, তুমি সত্য,
তুমি শুদ্ধ, তুমি পূর্ণ,
তুমি সেই অনাদি অনন্ত।

তুমি অবিনাশী,
স্থির স্তব্ধ,
গভীর জলধি
তরঙ্গ তোমার লীলা,
তুমি নির্ম্মল আকাশ রূপ ;
আনন্দ ঘন স্বরূপ
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য
সুখ দুঃখ সব শূণ্য
এ জগৎ শুধু স্বপ্ন,
শুধু ছায়া
"ব্যক্ত ভাব" শুধু মায়া।

ঘুচে যাবে ভ্রম,
বুঝিবে তখন,
তুমি মুক্ত
তুমি "ব্রহ্ম"
যে তুমি, সে তিনি
গুরু শিষ্য নাহি ভেদ
সকলি অভেদ।

কেনা বেচা।

ভবের হাটে
আছে বসে,
এক মহাজন।

যে যায় চলে,
দোকান তুলে,
হিসাব নেবে বলে।

তা না হলে, শুধু
শুন্‌ছে কোলাহল,
দেখ্‌ছে গণ্ডগোল।

কেহ করে কেনা, বেচা,
কেহ বয় মোটের বোঝা।
কারও ভাগ্যে হয় লাভালাভ,
কাহারও লোক্‌সান।

লাভালাভ, দোকানদারী
যে করে বিপদ তারি,
এ দুটোয় ছেড়ে দিয়ে
যে যায় চলে, শুধু কিনে,
মনের মতন জিনিষ লয়ে,
তারেই বলি,
সাবাস্ ধন্য !
পূজনীয় অগ্রগণ্য।

এর চেয়ে আরও ভাল
হেন রাজ্য কোথা বল।
নাই যথা ব্যবসাদার
গোল্‌মাল্ কেনা বেচার,
লাভালাভ, সুখ দুঃখ,
ভোগের কামনা
বিষয় বাসনা॥

আনন্দ-আলয়।

কনক কিরণমালা
করিয়া ধারণ,
হাসিছে যামিনী,
শ্যাম শোভা ধরণী।
হেরি ঊর্দ্ধে ;—
সুনীল আকাশ,
নিম্নে,—স্থির, স্তব্ধ,
জলধি অপার
অপূর্ব্ব সুষমা,
করিছে বিস্তার।
কি সুন্দর!
এ রাজ্য মায়ার।
হেন রাজ্য কোথা ?
"নিত্যবস্তু" যথা,
অপরূপ সৌন্দর্য্য মাধুরী,
চিত্ত মোহকরী,
অমল ধবল ভাতি,
প্রেমময় দিব্য দ্যুতি,

বিরাজিত চির শান্তি
দূরে যায় মোহ ভ্রান্তি
অচঞ্চল, শুদ্ধমতি।
সে রাজ্য হেরিতে
বড়ই কৌতুক মনে,
হয়েছে জননি!
কোথায় তারিণী!
খুলে দাও, মা দ্বার,
কাতরে কিঙ্করে
ডাকে বার বার।

চোখের রোগ।

তুমি যেমন,

আছ তেমন,

দেখ্‌ছি তোমায় অন্যভাবে,

এ কেবল চোখের রোগে।

কেমন করে

সারবে রোগ ?

যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ভোগ।

কোথায় আছ "বৈদ্যনাথ" ?

"অবিদ্যা'র" কর নাশ,

কর "বিদ্যা" দান।

দাও বটী "মৃত্যুঞ্জয়"

মৃত্যুকে করিব জয়

সব রোগ সারবে তায়,

চোখের রোগটী গেলে সেরে

দেখবো তোমায় প্রাণ ভ'রে।

চাই না কিছু আর ভবে,

থাক্‌বো পড়ে চরণতলে,

খাব মধু নীরব হয়ে,

যাব চলে তুড়ি দিয়ে,
ফিরবো না আর ভাঙ্গা ঘরে,
নূতন ঘরে থাক্‌বো সুখে।
আর যেন না আস্‌তে হয়
এইটী করো দয়াময়।